بسم الله الرحمن الرحيم

IOM

Islamic Online Madrasha

RAM ASSIGNMENT

" দ্বীনি শিক্ষা অর্জন করার গুরুত্ব ও ফযীলত "

Submitted To
Ustaz Abdul Wahid
Subject: RAM (302)

Submited By
Tanin Sultana
Batch-202
ID No-20202187

সূচিপত্র

লেখকের কলাম

الحمد لله ربّ العالمين حمدًا كثيرًا

আলহামদুলিল্লাহ! সকল প্রশংসা আল্লাহ তা'য়ালার যিনি আমাকে এই কাজটি করার সুযোগ দান করেছেন। রব্বে কারীমের কাছে অসীম অসীম শুকরিয়া, যিনি আমাকে "দ্বীনি শিক্ষা অর্জন করার গুরুত্ব ও ফযীলত " সম্পর্কে এসাইনমেন্ট এর কাজটি সম্পন্ন করার তাওফিক দান করেছেন।

আল্লাহ তা'য়ালা আমাদের চেষ্টা গুলো কবুল করে আমাদের জন্য জান্নাতের পথ সহজ করে দিক, আমীন।

পরিশেষে বলতে চাই, আমরা কেউই ভুলের উর্ধ্বে নয়।

এসাইনমেন্টের কোন অংশে যদি কোন ভুল পরিলক্ষিত হয় তাহলে আমাকে অবগত করার চেষ্টা করবেন ইনশাআল্লাহ ।

Tanin Sultana

Email: Taninsultana14@gmail.com

ভূমিকা

আল্লাহ তায়ালা মানব জাতিকে জীবনের চলার পথে সঠিক পথ নির্দেশনা দেওয়ার লক্ষ্যে যুগে যুগে অসংখ্য নবী-রাসূল প্রেরণ করেছেন । তাঁর প্রেরীত নবী-রাসূলদের নিকট হেদায়েতের যে বাণী পাঠিয়েছেন , তাকে বলা হয় ওহী ।যুগে যুগে নবী রাসূলদের মধ্যে থেকে সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ নবী হলেন বিশ্বনবী মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ (সা:) । তাঁর উপর অবতারিত কিতাব কুরআনূল কারীম গোটা মানবজাতির জন্য পূর্ণাঙ্গ জীবন বিধান । আর রাসূলে কারীম (সা:) এর যবান নি:সৃত বাণীকে বলা হয় সুন্নাহ বা হাদীস । ওহী বলতে কুরআন ও সুন্নাহ দুটোকেই বুঝানো হয়ে থাকে । কুরআন ও সুন্নাহর অনুসরণের মধ্যেই নিহিত রয়েছে মানব জাতির জন্য দুনিয়া ও আখিরাতে কল্যাণ, মুক্তি ও সফলতা । তাই কুরআন-সূন্নাহর জ্ঞান অর্জন করা প্রতিটি মুসলিম নর-নারীর উপর ফরজ করে দেওয়া হয়েছে । কারণ একমাত্র ওহী ভিত্তিক জ্ঞানার্জনের মাধ্যমেই ইসলামী শরীয়ার হালাল-হারাম, করনীয় ও বর্জনীয় বিষয় জানা সম্ভব হতে পারে । কোন পথে চললে আমাদের জন্য রয়েছে কল্যাণ ও সফলতা , আর কোন পথে রয়েছে ব্যর্থতা এবং আল্লাহর পক্ষ থেকে নির্ধারিত রয়েছে শাস্তি ও লাঞ্চনা, তা সুস্পষ্টরূপে বর্ণিত হয়েছে । অতএব দুনিয়া ও আখিরাতে শান্তি ও মুক্তি পেতে হলে কুরআন-সুন্নাহর অনুসরণের

বিকল্প কোন পথ নেই । আর কুরআন-সুন্নাহর অনুসরণ করতে হলে উহার জ্ঞান অর্জন করতে হবে ।

তথ্যসূত্র : http://sahazahansky.blogspot.com/2017/04/blog-post_1.html?m=1

সারসংক্ষেপ

সকল সৃষ্টির মধ্যে বিশেষভাবে মানুষকেই আল্লাহ তাআলা জ্ঞান অর্জনের যোগ্যতা দান করেছেন। এর মাধ্যমে মানুষ যেমন তার পার্থিব প্রয়োজন পূরণের উত্তম পন্থা আবিষ্কার করতে পারে তেমনি আল্লাহ তাআলার সন্তুষ্টি-অসন্তুষ্টি এবং আখিরাতের সফলতা-ব্যর্থতার জ্ঞানও ধারণ করতে পারে। ন্যায়-অন্যায়বোধ এবং আসমানী ইলমের উপযুক্ততার কারণেই মানুষের জন্য এসেছে হালাল-হারামের বিধান। মানুষ ছাড়া অন্যান্য প্রাণীর এই যোগ্যতা নেই। তাদের জীবন ধারণের প্রয়োজনীয় উপকরণ তাদের সাথেই দিয়ে দেওয়া হয়েছে। যেমন শীত-গ্রীষ্মের প্রকোপ থেকে আত্মরক্ষার জন্য পশম, অন্ধকারে পথ দেখার জন্য চোখে বিশেষ শক্তি ইত্যাদি। তদ্রূপ প্রত্যেক প্রাণীর মধ্যেই রয়েছে জীবন ধারণের জন্য সহজাত বোধ ও প্রবণতা। যার দ্বারা চালিত হয়ে

তারা আত্মরক্ষা করে ও বংশ বিস্তার করে। কিন্তু এ পর্যন্তই। পশু-পাখির জীবন প্রজন্ম থেকে প্রজন্মান্তরে স্বভাবের গন্ডিতে বাধা। স্বভাবের বৃত্ত থেকে তাদের উত্তরণ ঘটে না। পক্ষান্তরে মানুষ শিক্ষা অর্জন করে এবং শিক্ষা দান করে। শিক্ষার মাধ্যমে অজানাকে জানার এবং জানা বিষয়কে কাজে লাগিয়ে অজানার সন্ধান করার যোগ্যতা একমাত্র মানুষেরই আছে। তাই পৃথিবীর শাসন ও নিয়ন্ত্রণের ভার তাদের উপর অর্পিত।

ইসলামে শিক্ষার গুরুত্ব অপরিসীম।

হেরা গুহায় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর উপর সর্বপ্রথম যে ওহী নাযিল হয় তা হচ্ছে-

اِقْرَاْ بِاسْمِ رَبِّکَ الَّذِیْ خَلَقَ

ٱلَّذِى عَلَّمَ بِٱلْقَلَمِ

অর্থ: ‘পড়, তোমার প্রতিপালকের নামে, যিনি সৃষ্টি করেছেন। সৃষ্টি করেছেন মানুষকে জমাট রক্তপিন্ড থেকে।’(সূরা আলাক : ১-২)

আল্লাহ তা'আলার আদেশে মানুষ যেমন লাভ করেছে জীবনের আলো তেমনি আল্লাহরই নিকট থেকে সে লাভ করেছে ইলমের

নূর। ইলমের মাধ্যমে মানুষ নবজন্ম লাভ করে। আল্লাহর মারিফত যখন মানুষের মধ্যে আসে তখনই সে প্রকৃত মানুষ হয়।

শিক্ষাকে যদি বিশ্লেষণ করা হয় তাহলে দেখা যাবে যে, শিক্ষা মৌলিকভাবে দুই প্রকার : জাগতিক শিক্ষা ও দ্বীনী শিক্ষা।

মানুষের জাগতিক প্রয়োজন পূরণের উপযোগী জ্ঞান ও বিদ্যা হচ্ছে জাগতিক শিক্ষা। যেমন : বিজ্ঞান, চিকিৎসা, গণিত ইত্যাদি। এই শিক্ষার মূল সূত্র অভিজ্ঞতা।

পক্ষান্তরে আল্লাহ তাআলার সন্তুষ্টি–অসন্তুষ্টির জ্ঞান হচ্ছে দ্বীনী শিক্ষা। এই শিক্ষার মূল সূত্র ওহী।

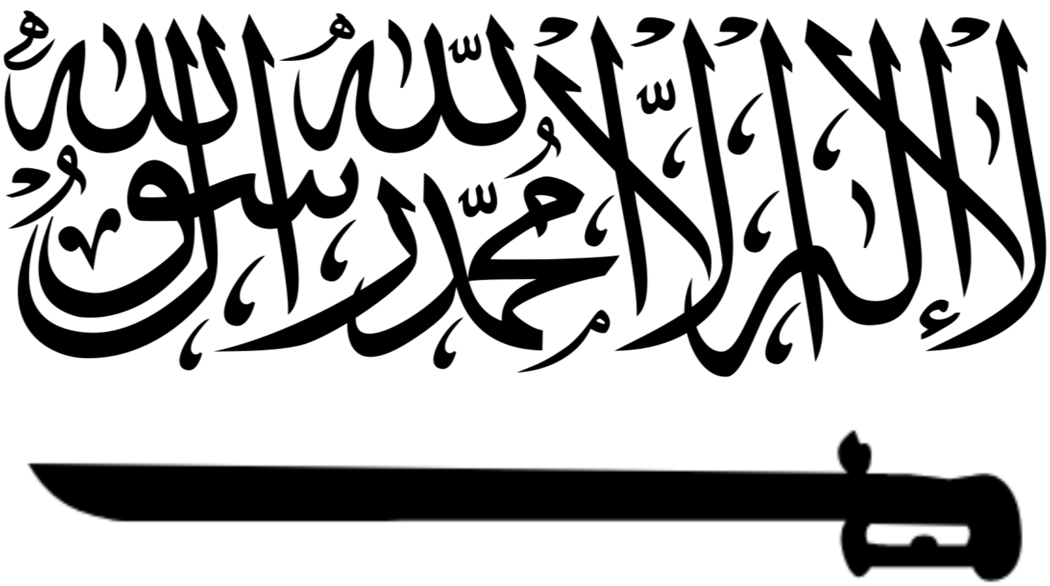
তথ্যসূত্র: http://www.imam.gov.bd/singlepost/1323

ইলম (জ্ঞান) কি?

ইলম (علم) একটি আরবি শব্দ। এর অর্থ হল জ্ঞান, জানা, অবগত হওয়া বিদ্যা ইত্যাদি। ইসলামি পরিভাষায় ইলম হল কোন বস্তুর প্রকৃত অবস্থা উপলব্ধি করা। অপরদিকে ইসলাম অর্থ আনুগত্য করা ও আত্মসমর্পণ করা।

তাই প্রতিটি মুসলিম কার আনুগত্য করবে এবং কীভাবে করবে? কার নিকট আত্মসমর্পণ করবে? এবং কীভাবে আত্মসমর্পণ করবে? তা অবশ্যই জানতে হবে। ইলম অর্জন ব্যতীত তা জানা যাবে না। তাই ইসলামে ইলমের গুরুত্ব অপরিসীম।

দ্বীন অর্থ কী?



দ্বীন (دين), একটি আরবি শব্দ, যা প্রধাণত ইসলাম ধর্মের সাথে অধিক সম্পৃক্ত, পাশাপাশি আরব খ্রিস্টানরাও তাদের উপাসনার ক্ষেত্রে এই শব্দটি ব্যবহার করে । [1]

একে প্রায়শই "ধর্ম" হিসেবে অনুবাদ করা হয়, কিন্তু ইসলামী প্রধান ধর্মগ্রন্থ কুরআনে শব্দটির দ্বারা একজন ন্যায়নিষ্ঠ মুসলিমের জন্য পালনীয় পূর্ণাঙ্গ জীবন ব্যবস্থাকে বোঝানো হয়েছে, যা

কুরআন ও হাদীস হতে প্রাপ্ত শিক্ষা, আদর্শ ও নির্দেশাবলী দ্বারা পরিচালিত হবে[2]।

ইসলামী শরীয়াহ আইনকেও অনেক সময় দ্বীন হিসেবে নির্দেশ করা হয়। কিছু মুসলিমের মতে, দ্বীন শব্দটির প্রয়োগ পরিসর হল শুধু মুসলিমদের ধর্মীয় জীবন। আবার কিছু মুসলিমের মতে, দ্বীনের প্রয়োগ সামষ্টিকভাবে মুসলিমদের জীবনের সকল শাখায় প্রযোজ্য হতে পারে। [3]

তথ্যসূত্র :সম্পাদনা

1. **For instance, translations of the Qur'an by Marmaduke Pickthall, Shakir, and others (ইংরেজি ভাষায়)**
2. **e.g. 1:4, 2:256, 4:46, 8:72, 9:11, 9:122, 15:35, 22:78, etc. (ইংরেজি ভাষায়)**
3. **"Inside the Gender Jihad", p. 92, Amina Wadud, Oneworld Publications, 2006 (ইংরেজি ভাষায়)**

ইসলামী শরী'য়া তথা দ্বীনি শিক্ষা কী?



ধর্মীয় শাস্ত্রে একজন ব্যক্তিকে প্রাথমিক ও মুখ্যভাবে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে আকিদা বিষয়ক অধ্যায়সমূহের পাঠ দেয়া হয়ে থাকে। নিতান্তই ইসলাম ধর্ম তথা দ্বীনি বিষয় পাঠ্যসূচীর মধ্যে ঈমান, তাওহীদ, ইসলামের পঞ্চস্তম্ভ, কুরআন শিক্ষা, হাদিস শিক্ষা, ফিকহ, উসূলে ফিকহ, আখলাক প্রভৃতি বিষয় মুখ্য।

দ্বীনি ইলম শিক্ষার গুরুত্ব

ইসলামে ইলম (জ্ঞান) এর গুরুত্ব এত বেশি যে মহান আল্লাহ পবিত্র কুরআন নাজিলের সূচনা করেছেন পড়ুন (اِقْرَاْ) শব্দ দ্বারা।

আল্লাহ ঘোষণা করেছেনঃ

اِقْرَاْبِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِىْ خَلَقَ

অর্থঃ পড়ুন আপনার প্রভুর নামে যিনি সৃষ্টি করছেন। (সূরা আলাক আয়াত :১)।

সুতরাং পড়ার মাধ্যমে জ্ঞানার্জন হয় বিধায় মনুষ্যত্বের বিকাশ ঘটাতে এবং পরিপূর্ণ মানুষরূপে গড়ে উঠতে জ্ঞানচর্চা অপরিহার্য। জ্ঞানবান ব্যক্তি ও অজ্ঞ ব্যক্তি কখনো সমান হতে পারে না। জ্ঞান জ্ঞানীর মর্যাদা সমৃদ্ধ ও সমুন্নত করে।

যেমন মহান আল্লাহ বলেছেনঃ

يَرْفَعِ اللهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مِنْكُمْ وَالَّذِقْنَ اُوْتُواالْعِلْمَ دَرَجٰتٍ

অর্থঃ তোমাদের মধ্যে যারা ইমান এনেছে এবং যাদের জ্ঞান দান করা হয়েছে আল্লাহ তাদের মর্যাদায় সমুন্নত করবেন।

(সূরা আল মুজাদালা আয়াত :১১)।

ইসলাম জ্ঞানার্জনকে সকল মুসলিমের উপর ফরজ (আবশ্যক) করেছে। মহানবি হযরত মুহাম্মদ (স.) বলেছেনঃ

طَلَبُ الْعِلْمِ فَرِيْضَةٌ عَلٰى كُلِّ مُسْلِمٍ

অর্থঃ ইলম (জ্ঞান) অন্বেষণ করা প্রত্যেক মুসলমানের উপর ফরজ। (ইবনে মাজাহ-২২৪)।

হযরত মুহাম্মদ (স.) অন্যত্র জ্ঞানার্জনকে উত্তম ইবাদত বলে অভিহিত করছেন। ইলমের অনেক শাখা প্রশাখা রয়েছে। এর মধ্যে যে ধরনের ইলম অর্জন করলে সত্য মিথ্যার পার্থক্য করা যায় বৈধ অবৈধ বোঝা যায় এবং আল্লাহর নৈকট্য ও সন্তুটি লাভ করা যায় তাই হল উত্তম ইলম|

তথ্যসূত্র: https://www.porhejgar.com/2023/04/Ilm.html?m=1

ইসলামে দ্বীনি শিক্ষা অর্জনের গুরুত্ব অপরিসীম। হেরা গুহায় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওপর সর্বপ্রথম যে ওহি নাজিল হয় তা হচ্ছে–



اِقۡرَاۡ بِاسۡمِ رَبِّکَ الَّذِیۡ خَلَقَ ۚ﴿۱﴾

خَلَقَ الْاِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ ﴿۲

اِقْرَاْ وَ رَبُّکَ الْاَکْرَمُ ﴿۳

الَّذِیْ عَلَّمَ بِالْقَلَمِ ﴿۴

عَلَّمَ الْاِنْسَانَ مَا لَمْ یَعْلَمْ ﴿۵

অর্থ: পড়ুন, আপনার প্রতিপালকের নামে যিনি সৃষ্টি করেছেন। সৃষ্টি করেছেন মানুষকে জমাট রক্তপিণ্ড থেকে। নিশ্চয় আপনার প্রতিপালক মহান দয়ালু। যিনি শিক্ষা দিয়েছেন কলমের মাধ্যমে। শিক্ষা দিয়েছেন মানুষকে, যা সে জানত না।

(সুরা : আলাক, আয়াত নং : ১-৫)।

দুনিয়ার নিয়ম ও ব্যবস্থাপনা ঠিক রাখার জন্য যেমন জাগতিক শিক্ষার প্রয়োজন, তেমনি দ্বীনের হেফাজতের জন্য এবং দুনিয়ার সব কাজ আল্লাহর সন্তুষ্টি মোতাবেক হওয়ার জন্য দ্বীনি শিক্ষার প্রয়োজন। মুসলিম সমাজের সব শ্রেণির মানুষ যেন দ্বীন মোতাবেক চলতে পারে এবং হারাম থেকে বেঁচে হালালভাবে জীবনযাপন করতে পারে, সে জন্য কোরআন-সুন্নাহে পারদর্শী একটি জামায়াত বিদ্যমান থাকা অপরিহার্য। কোরআন মজিদে ইরশাদ হয়েছে,-

وَ مَا كَانَ الْمُؤْمِنُوْنَ لِيَنْفِرُوْا كَآفَّةً ؕ فَلَوْ لَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَآئِفَةٌ لِّيَتَفَقَّهُوْا فِی الدِّيْنِ وَ لِيُنْذِرُوْا قَوْمَهُمْ اِذَا رَجَعُوْۤا اِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُوْنَ

কেন বের হয় না প্রত্যেক সম্প্রদায় থেকে একটি দল, যাতে তারা দ্বীনের তাফাক্কুহ অর্জন করে এবং ভীতি প্রদর্শন করে তাদের

জাতিকে যখন তারা ফিরে আসে তাদের কাছে। সম্ভবত তারা আল্লাহভীতি অর্জন করবে(সুরা তাওবা, আয়াত নং : ১২২)।

এ জন্য প্রত্যেক জনপদে ধর্মীয় জ্ঞানে পারদর্শী ব্যক্তিত্ব বিদ্যমান থাকা ফরজে কিফায়া।

আর এই উদ্দেশ্যে দ্বীনি ইলমের চর্চা অব্যাহত রাখা সমাজের অপরিহার্য কর্তব্য। কোরআন-সুন্নাহর চর্চা ও অনুসরণের অভাব হলে সমাজের সব অঙ্গনে দুর্নীতি ও অনাচার দেখা দেবে। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিতে সমাজ যতই উন্নতি লাভ করুক, ইমান ও আল্লাহভীতি না থাকলে তা মানুষের ক্ষতি ও অকল্যাণে ব্যবহৃত হবে। মানুষের সব আবিষ্কারকে অর্থপূর্ণ ও কল্যাণমুখী করার জন্যই অপরিহার্য প্রয়োজন ইলমে ওহির চর্চা। তদ্রুপ ইসলামের প্রকৃত শিক্ষাকে সম্পূর্ণ অবিকলভাবে সংরক্ষণ করার জন্য কোরআন-সুন্নাহর বিশেষজ্ঞ তৈরি করা অপরিহার্য। ইসলামের অপব্যাখ্যা ও বিভিন্ন বাতিল মতবাদের স্বরূপ উন্মোচন করে সঠিক ইসলামি শিক্ষা ও ইসলামি চিন্তাধারা পরবর্তী প্রজন্মের কাছে পৌঁছে দেওয়াও আলিমদের কর্তব্য।

তথ্যসূত্র: https://dainikamadershomoy.com/post/186483

কুরআন-সুন্নাহ্য দ্বীনি শিক্ষা হাসিল করার ব্যাপারে গুরুত্বারোপ

পবিত্র কুরআনের পুরোটাই ইলম। কুরআন শিক্ষা করা, শিক্ষা দেওয়া, কুরআনের তালীম দেওয়া সবকিছুই ইলম চর্চার মধ্যে শামিল। কুরআনকে আঁকড়ে ধরার ব্যাপারে যত জায়গায় বলা হয়েছে তার মধ্যে কুরআনের ইলম অর্জন করার বিষয়টি আবশ্যকীয়ভাবেই অন্তর্ভুক্ত। কুরআনের ইলম অর্জনের গুরুত্ব কুরআনের মতই। কারণ আল্লাহ পাক কুরআন নাযিল করেছেন, যাতে আমরা এর ইলম অর্জন করি এবং সেই অনুযায়ী আমল করি। কুরআনে কারীমে আল্লাহ তাআলা নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সম্বোধন করে বলেছেন–

وَ اَنْزَلْنَاۤ اِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ اِلَيْهِمْ وَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُوْنَ.

তোমার প্রতি কুরআন অবতীর্ণ করেছি, মানুষকে সুস্পষ্টভাবে বুঝিয়ে দেয়ার জন্য যা তাদের প্রতি অবতীর্ণ করা হয়েছিল, যাতে তারা চিন্তা করে। –সূরা নাহ্ল (১৬) : ৪৪

অন্যত্র ইরশাদ হয়েছে–

هُوَ الَّذِىْ بَعَثَ فِى الْاُمِّيّنَ رَسُوْلًا مِّنْهُمْ يَتْلُوْا عَلَيْهِمْ اٰيٰتِهٖ وَ يُزَكِّيْهِمْ وَ يُعَلِّمُهُمُ الْكِتٰبَ وَ الْحِكْمَةَ.

তিনিই উম্মিদের মধ্যে একজন রাসূল পাঠিয়েছেন তাদের মধ্য হতে, যে তাদের সামনে তাঁর আয়াতসমূহ তিলাওয়াত করবে; তাদের পবিত্র করে এবং শিক্ষা দেয় কিতাব ও হিকমত; ইতিপূর্বে তো তারা ছিল ঘোর বিভ্রান্তিতে। –সূরা জুমুআহ (৬২) : ২

সুতরাং আমরা যদি চাই, যে উদ্দেশ্যে কুরআন নাযিল ও নবী প্রেরণ করা হয়েছে তা পুরা হোক, তাহলে আমাদের উচিত হবে কুরআন–সুন্নাহর ইলম হাসিল করা। যাতে হাশরের ময়দানে নবী আমাদের বিরুদ্ধে আল্লাহর দরবারে অভিযোগ করে না বলেন–

يٰرَبِّ اِنَّ قَوْمِى اتَّخَذُوْا هٰذَا الْقُرْاٰنَ مَهْجُوْرًا.

হে আমার প্রতিপালক, আমার সম্প্রদায় এই কুরআনকে বিলকুল পরিত্যাগ করেছিল। –সূরা ফুরকান (২৫) : ৩০

সূরা কাহাফে আল্লাহ তাআলা হযরত মূসা আ. ও হযরত খাযির আ.–এর ঘটনা উল্লেখ করে আমাদেরকে শিক্ষা দিয়েছেন যে, একজন অনেক উঁচু মর্যাদার নবীও ইলম ও হিকমত শিক্ষার জন্য অনেক কষ্ট স্বীকার করেছেন এবং আরেকজনের পিছে পিছে ঘুরেছেন। কুরআনে বর্ণিত হয়েছে হযরত মূসা আ. খাযির আ.–কে বললেন–

هَلْ اَتَّبِعُكَ عَلٰى اَنْ تُعَلِّمَنِ مِمَّا عُلِّمْتَ رُشْدًا.

আমি কি তোমার অনুসরণ করব এই মর্মে যে, তুমি আমাকে হেদায়েতের বাণী শেখাবে, যা তোমাকে শেখানো হয়েছে। -সূরা কাহাফ (১৮) : ৬৬

হযরত মূসা ও খাযির আ.-এর ঘটনা সবিস্তারে কুরআনে কারিমে সূরা কাহাফের শেষে উল্লেখ আছে। সেখানে একজন ইলম অন্বেষণকারীর জন্য বহু শিক্ষা বিদ্যমান রয়েছে।

কুরআনে কারীমের এক আয়াতে আল্লাহ তাআলা তাঁর নবীকে দুআ শিখিয়েছেন-

رَبِّ زِدْنِيْ عِلْمًا.

হে আমার প্রভু, আমার ইলম বৃদ্ধি করে দাও। -সূরা ত্ব-হা (২০) : ১১৪

আল্লামা কুরতুবী রাহ. বলেন, ইলমের চেয়ে অন্য কোনো আমল যদি আল্লাহর কাছে বেশি প্রিয় হতো তবে তিনি নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সেটা বৃদ্ধির জন্যই দুআ করতে নির্দেশ দিতেন। কুরআনে কারিমে নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে ইলম ছাড়া অন্য কোনো জিনিস বৃদ্ধির জন্য দুআ করতে নির্দেশ দেওয়া হয়নি।

এক আয়াতে আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন-

وَ مَا كَانَ الْمُؤْمِنُوْنَ لِيَنْفِرُوْا كَاَفَّةً فَلَوْ لَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَآئِفَةٌ لِّيَتَفَقَّهُوْا فِى الدِّيْنِ
وَ لِيُنْذِرُوْا قَوْمَهُمْ اِذَا رَجَعُوْٓا اِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُوْنَ.

অর্থ: মুমিনদের সকলের একসঙ্গে অভিযানে বের হওয়া সঙ্গত নয়, তাদের প্রত্যেক দলের এক অংশ বহির্গত হয় না কেন, যাতে তারা দ্বীন সম্বন্ধে জ্ঞানানুশীলন করতে পারে এবং তাদের সম্প্রদায়কে সতর্ক করতে পারে, যখন তারা তাদের নিকট ফিরে আসবে। যাতে তারা সতর্ক হয়। –(সূরা তাওবাহ ৯ : ১২২)

প্রখ্যাত মুফাস্সির আল্লামা কুরতুবী রাহ. বলেন, কুরআনের এই আয়াতটি ইলম অন্বেষণ ওয়াজিব হওয়ার ব্যাপারে একটি বড় দলীল। তিনি আরো বলেন, ইলম অন্বেষণ করা এমন মহা সম্মান ও মর্যাদার বিষয়, অন্য কোনো আমল যার সমকক্ষ হতে পারে না। –তাফসীরে কুরতুবী ৮/২৬৬, ২৬৮

নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পবিত্র জীবনী অধ্যয়ন করলে স্পষ্টভাবেই বুঝে আসে, তিনি ইলমকে একটি গুরুত্বপূর্ণ ফরয এবং বিরাট সওয়াবের কাজ হিসেবেই অবলম্বন করেছিলেন এবং এভাবে অবলম্বনের জন্যই উম্মতকে জোর তাকিদ করেছেন। ইলমের প্রতি এত উৎসাহ দিয়েছেন এবং এত অধিক ফযীলত বর্ণনা করেছেন যে, বৃদ্ধদের মাঝেও ইলম তলবের অদম্য স্পৃহা জেগে উঠেছে। শুধু তা–ই নয়, ইলমের প্রতি অনীহা প্রকাশকে শাস্তিযোগ্য অপরাধ হিসেবে সাব্যস্ত করেছেন।

ইলমের প্রতি কোনো এক সম্প্রদায়ের অনাগ্রহের কথা জানার পর তিনি ইরশাদ করেন–

مَا بَالُ أَقْوَامٍ لَا يُفَقِّهُونَ جِيرَانَهُمْ، وَلَا يُعَلِّمُونَهُمْ، وَلَا يَعِظُونَهُمْ، وَلَا يَأْمُرُونَهُمْ، وَلَا يَنْهَوْنَهُمْ. وَمَا بَالُ أَقْوَامٍ لَا يَتَعَلَّمُونَ مِنْ جِيرَانِهِمْ، وَلَا يَتَفَقَّهُونَ، وَلَا يَتَّعِظُونَ. وَاللهِ لَيُعَلِّمَنّ قَوْمٌ جِيرَانَهُمْ، وَيُفَقِّهُونَهُمْ وَيَعِظُونَهُمْ، وَيَأْمُرُونَهُمْ، وَيَنْهَوْنَهُمْ، وَلْيَتَعَلَّمَنّ قَوْمٌ مِنْ جِيرَانِهِمْ، وَيَتَفَقَّهُونَ، وَيَتَفَطَّنُونَ، أَوْ لَأُعَاجِلَنَّهُمُ الْعُقُوبَةَ .

ওই সম্প্রদায়ের কী হল যে, তারা প্রতিবেশীদেরকে দ্বীনের সঠিক সমঝ ও বুঝ দান করে না; দ্বীন শিক্ষা দেয় না, দ্বীনের বিষয়াবলী বোঝায় না, তাদেরকে সৎ কাজের আদেশ করে না, অসৎ কাজ থেকে নিষেধ করে না? ওই সম্প্রদায়েরই বা কী হল যে, তারা প্রতিবেশী থেকে দ্বীন শেখে না, দ্বীনের সঠিক সমঝ ও বুঝ নেয় না, দ্বীনের বিষয়াদি বুঝে নেয় না?

আল্লাহর কসম! হয়ত তারা তাদের প্রতিবেশীদেরকে দ্বীন শেখাবে, দ্বীনের সঠিক সমঝ ও বুঝ দান করবে, দ্বীনের বিষয়াদি বোঝাবে, সৎ কাজের আদেশ করবে, অসৎ কাজ থেকে নিষেধ করবে আর যারা জানে না ওরা তাদের থেকে শিখবে, সঠিক বুঝ গ্রহণ করবে, দ্বীনের বিষয়াদি ভালোভাবে বুঝে নেবে নতুবা আমি তাদেরকে দুনিয়াতেই নগদ শাস্তি দিব। –আলমুজামুল কাবীর, তবারানী; মাজমাউয্ যাওয়ায়েদ ১/১৬৪

তথ্যসূত্র :https://www.alkawsar.com/bn/article/2707/

দ্বীনি শিক্ষা অর্জনের প্রয়োজনীয়তা

এ পৃথিবীতে আল্লাহ তাআলা মানুষকে সবচেয়ে সম্মানিত করে সৃষ্টি করেছেন।

পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে–

وَ لَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِىٓ اٰدَمَ.

অর্থ: আমি বনী আদমকে সম্মানিত করেছি। [সূরা বনী ইসরাঈল (১৭) : ৭০]

অন্যান্য প্রাণিজগত থেকে মানবজাতির রয়েছে স্বাতন্ত্র্য ও বৈশিষ্ট্য; যা মানুষকে মহিমান্বিত করে তুলেছে এবং অন্যান্যদের মাঝে বিশেষ মর্যাদা দান করেছে। অন্যান্য প্রাণি শুধু তাদের জীবন ও প্রাণ রক্ষার তাগিদে নিজের সমস্ত চেষ্টা ও শ্রম ব্যয় করে। জীবন ধারণের এ সহজাত বোধ ও প্রবণতাকে কেন্দ্র করে তাদের দিন-রাতের সমস্ত কর্ম আবর্তিত। তাদের জীবন থাকে নির্দিষ্ট স্বভাবের গণ্ডিতে বাঁধা। যার বৃত্ত থেকে কখনো তাদের উত্তরণ ঘটে না। কিন্তু মানুষ এর থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন। কেবল জীবন ধারণ ও জীবন যাপন করাই মানুষের সৃষ্টির মূল লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য নয়; বরং

ইবাদাত তথা আল্লাহ তাআলার বন্দেগি করার জন্যই মানব জাতিকে আল্লাহ সৃষ্টি করেছেন।

ইরশাদ হয়েছে–

وَ مَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَ الْاِنْسَ اِلَّا لِيَعْبُدُوْنِ.

আমি সৃষ্টি করেছি জিন্ন ও মানুষকে এজন্য যে, তারা আমারই ইবাদত করবে। –[সূরা যারিয়াত (৫১) : ৫৬]

তাই আল্লাহর ইবাদত করা ও তাঁর হুকুম মেনে চলা মুমিন বান্দার মূল দায়িত্ব। আল্লাহ তাআলার হুকুম জীবনের সমস্ত অঙ্গন জুড়ে পরিব্যাপ্ত। ব্যক্তিজীবন, পারিবারিক জীবন, সামাজিক জীবন সবকিছুতেই রয়েছে আল্লাহ তাআলার হুকুম। একজন প্রকৃত মুমিন জীবনের কোনো ক্ষেত্রেই আল্লাহর হুকুম লংঘন করে না। তাই কোন্ ক্ষেত্রে আল্লাহর কী আদেশ ও কী নিষেধ তা জানা একজন মুমিনের অবশ্য কর্তব্য। বুঝা গেল, দ্বীনী ইলম শিক্ষা করা এমন কোনো ঐচ্ছিক বিষয় নয়, যা না শিখলেও হয়। বরং আমাদের সৃষ্টির লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের জন্যই এ শিক্ষা আমাদের অর্জন করতে হবে।

তথ্যসূত্র : https://www.alkawsar.com/bn/article/2652/

কতটুকু জ্ঞান অর্জন করা ফরজ

আল্লাহর নির্দেশনা অনুযায়ী জীবন পরিচালনার জন্য প্রত্যেক মুসলমানের ওপর প্রয়োজনীয় জ্ঞান অর্জন করা ফরজ। হাদিসে এসেছে, -

طَلَبُ الْعِلْمِ فَرِيضَةٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ

অর্থ: 'প্রতিটি মুসলমানের ওপর ইলম শিক্ষা করা ফরজ।' (ইবনে মাজাহ : ২২৪)।

প্রতিটি নর-নারীর ওপর জরুরি দ্বীনি ইলম শিক্ষা করা ফরজ। এর মধ্যে রয়েছে অজু, গোসল, নামাজ-রোজার ইলম। যার নেসাব পরিমাণ মাল আছে, তার জন্য জাকাতের ইলম শিক্ষা করাও ফরজ। যার ওপর হজ ফরজ তার হজের বিধানাবলি জানা ফরজ।

ব্যবসায়ীর জন্য ব্যবসা সংক্রান্ত জ্ঞান অর্জন করা ফরজ। যেন লেনদেনে নিষিদ্ধ ও হারাম বিষয় থেকে বেঁচে থাকতে পারে। এমনিভাবে প্রতিটি পেশাজীবীর জন্য তার পেশা সংক্রান্ত শরয়ি ইলম শিক্ষা করা ফরজ।

ইসলামের মৌলিক ৫ স্তম্ভের ইলম অর্জন করা, ইখলাস সংক্রান্ত ইলম অর্জন করাও ফরজ। কারণ ইখলাসের ওপর আমল কবুল হওয়া নির্ভরশীল। হালাল ও হারাম সংক্রান্ত ইলম, লৌকিকতা তথা রিয়া সম্পর্কে জানাও জরুরি। কারণ রিয়ার কারণে মানুষ আমলের সওয়াব থেকে বঞ্চিত হয়। হিংসা ও অহঙ্কার সংক্রান্ত বিধিবিধান জানাও আবশ্যক। কারণ এ দুটি আমলকে ধ্বংস করে দেয়, যেমন আগুন কাষ্ঠখণ্ড পুড়িয়ে দেয়। যে ব্যক্তি ক্রয়-বিক্রয় বা বিবাহ-শাদি করতে চায়, তার জন্য ক্রয়-বিক্রয় ও বিবাহ সংক্রান্ত হুকুম জানাও ফরজ।

হারাম ও কুফরি বাক্যাবলি সম্পর্কিত ইলম থাকাও ফরজ। ইমাম ইবনে আবেদিন শামি (রহ.) বলেন, আমার জীবনের কসম! হারাম ও কুফরি বাক্য সম্পর্কিত ইলম বর্তমান সময়ের জন্য সবচেয়ে বেশি জরুরি। কারণ অনেক মানুষ কুফরি কথা বলে তাদের অজ্ঞাতেই। এ কারণেই জাহেল লোকদের জন্য প্রতিদিন তার ঈমানকে নবায়ন করা উচিত। আর দুজন সাক্ষীর সামনে প্রতি এক-দুই মাস অন্তর বিয়ে দোহরিয়ে নেওয়া উচিত। এমন কুফরি বক্তব্য পুরুষদের থেকে কম হলেও নারীদের থেকে অনেক হয়ে থাকে। (ফাতাওয়া শামি : ১/১২৬)

ইমাম গাজালি (রহ.) বলেন, তিন প্রকার ইলম শিক্ষা করা ফরজ-

১. ইলমুত তাওহিদ, ২. ইলমুসি সির এবং ৩. ইলমুশ শরিয়াহ।

অর্থাৎ এতটুকু জ্ঞান রাখা তওহিদ সম্পর্কে, যা দ্বীনের মূলের অন্তর্ভুক্ত। আল্লাহ তায়ালা সম্পর্কে এ জ্ঞান রাখা যে, তিনি জীবিত, সব কিছুর ওপর ক্ষমতাশালী, সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞানী, তাঁর কোনো শরিক নেই, সব গুণে গুণান্বিত, মাখলুকের সিফাত থেকে পবিত্র। হযরত মোহাম্মদ (সা.) তাঁর বান্দা ও রাসূল।

দ্বিতীয় বিষয়, ইলমুস সির দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছে- অন্তরকে নিষিদ্ধ বিষয় থেকে পবিত্র করা এবং কাম্য বস্তু দিয়ে ভরপুর করা। ইখলাস, নিয়ত, আমলের হিফাজত ইত্যাদি। আর ইলমুশ শরিয়ত বলতে উদ্দেশ্য হলো- ব্যক্তির জন্য যা কিছু আদায় করা ফরজ সে সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন করাও ফরজ। (মিনহাজুল আবেদিন ইলা জান্নাতি রাব্বিল আলামিন, ইমাম গাযালি : ৪৮-৪৯)

অতএব আমাদের পার্থিব জীবনকে সুন্দর, শান্তিপূর্ণ ও শরিয়তসম্মতভাবে পরিচালনার ফরজ পরিমাণ জ্ঞানার্জন করতে হবে ও শিখতে হবে এবং সে অনুযায়ী আমল করতে হবে। আল্লাহ তায়ালা আমাদের সবাইকে ফরজ পরিমাণ জ্ঞানার্জন করে আমল করার তাওফিক দান করুন। আমিন।

ইলম কত প্রকার ও কি কি

ইলম দুই ভাগে বিভক্ত। যেমনঃ

১.দীনি ইলম (ধর্মীয় জ্ঞান) ও

২.দুনিয়াবি ইলম (পার্থিব জ্ঞান)

দ্বীনি ইলম বলতে সাধারণত, ইসলাম ধর্ম সম্পর্কিত জ্ঞানকেই বুঝায়। যেমন: কুরআন, হাদিস, ফিকহ, তাফসির ইত্যাদি বিষয়ের জ্ঞান।

আর দুনিয়াবি ইলম বলতে, শুধু পার্থিক উন্নতির সাথে সম্পৃক্ত জ্ঞানকেই বুঝায়। যেমন :গণিত, বিজ্ঞান, ভূগোল, সাহিত্য, পদার্থ, রসায়ন ইত্যাদির জ্ঞান।

অন্যভাবে ইলমকে আবার দুই ভাগে ভাগ করা যায়। যেমনঃ

১.গ্রহণীয় জ্ঞান

২.বর্জনীয় জ্ঞান

গ্রহণীয় জ্ঞান কি?

গ্রহণীয় জ্ঞান হল যে জ্ঞান ইহকাল ও পরকালে মানুষের কল্যাণে আসে যেমন নৈতিক জ্ঞান চিকিৎসাবিজ্ঞান প্রকৌশল পদার্থ রসায়নসহ সকল কল্যাণকর জ্ঞান। আর বর্জনীয় জ্ঞান হল যে জ্ঞান মানুষের কোন কল্যাণে আসে না বরং যার দ্বারা ইহকাল ও পরকালে অকল্যাণ সাধিত হয়।

যেমন অনৈতিক জ্ঞান চুরি ডাকাতি অন্যায় জুলুম জঙ্গিবাদ ও সন্ত্রাসবাদ ইত্যাদি সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করা। ইসলামের দৃষ্টিতে

প্রত্যেক মুসলমানের জন্য ইসলামের প্রাথমিক জ্ঞান থাকা আবশ্যক। তবে প্রত্যেক সম্প্রদায় বা দেশ থেকে একদলকে অবশ্যই ইসলাম ধর্মের জ্ঞানে পন্ডিত হতে হবে অন্যথায় সকলকেই আল্লাহর নিকট পরকালে কৈফিয়ত দিতে হবে। মহান আল্লাহ বলেনঃ

فَلَوْ لَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْ قَةٍمِّنْهُمْ طَآ ئِفَةٌلِّيَتَفَقَّهُوْا فِى الدِّيْنِ وَلِيُنْذِرُوْا قَوْ مَهُمْ اِذَارَجَعُوْآ اِلَيْهِمْ

অর্থঃ তাদের প্রত্যেক দলের একটি অংশ বের হয় না কেন যাতে তারা দীন সম্বন্ধে জ্ঞান লাভ করতে পারে এবং তাদের সম্প্রদায়কে সতর্ক করতে পারে যখন তারা তাদের নিকট ফিরে আসবে। (সূরা আত তাওবাহ:আয়াত -১২২)।

সুতরাং, আমাদের মধ্যে একদল লোককে অবশ্যই দীনের গভীর জ্ঞান অর্জন করতে হবে। ইসলামের দৃষ্টিতে দীনি শিক্ষার ব্যাপারে যেমন গুরুত্ব রয়েছে তেমনিভাবে পার্থিব শিক্ষা অর্জনেরও গুরুত্ব রয়েছে।

তবে তা অবশ্যই আল্লাহর কোন বিধানের পরিপন্থী হতে পারবে না।

বরং তার সাথে নৈতিকতার সমন্বয় থাকতে হবে। কারণ শিক্ষার সাথে নৈতিকতা থাকলেই কেবল মানুষের মনুষ্যত্ব বিকশিত হয়।

আর শিক্ষার সাথে নৈতিকতা না থাকলে মানুষের মনুষ্যত্ব ধ্বংস হয়ে যায়।

মূলত ইসলামের উদ্দেশ্য হল মানুষের কল্যাণ করা। যেমন মহানবি হযরত মুহাম্মদ (স.) বলেছেন দীন হল কল্যাণ করা। (মুসলিম)।

তাই যেসব ইলম মানবজীবনে কল্যাণ সাধন করে তা অর্জন করা অবশ্য মই কর্তব্য। সুতরাং যে ইলম মানুষের ইহকালীন ও পরকালীন কল্যাণ সাধন করবে তা আমরা শিখবো ও শিখাবো।

তথ্যসূত্র: https://www.porhejgar.com/2023/04/Ilm.html?m=1

মানবজীবনে দ্বীনি শিক্ষা অর্জনের গুরুত্ব

ইলম অর্জন করা প্রত্যেকের উপর ফরজে আইন। ইলম অর্জন থেকে কাউকে বিরত থাকা যাবে না। যে ইলম অর্জন করা ফরজে আইন, যে ইলম অর্জন থেকে কাউকে বিরত থাকা যাবে না সেই মাহিমান্বিত ইলম হচ্ছে ইলমে দ্বীন। মানব-জীবনে ইলম দ্বীন বা ধর্মীয় জ্ঞান অর্জনের গুরত্ব অপরিসীম। ধর্ম ছাড়া যেমন কেউ মানুষ হতে পারে না তেমনি ইলমে দ্বীন ছাড়া কেউ মনুষ্যত্ব অর্জন

করতে পারে না। মনুষ্যত্ব বিকাশের একমাত্র মাধ্যম হচ্ছে ইলমে দ্বীন। এজন্য আল্লাহপাক মহাগ্রন্থ আল-কোরআন নাজিল করে সর্বপ্রথম ইলমে দ্বীন শিক্ষার নির্দেশ দিয়েছেন।

ইরশাদ হচ্ছে- "পড়, তোমার প্রতিপালকের নামে যিনি সৃষ্টি করেছেন- সৃষ্টি করেছেন মানুষকে আ'লাক হতে। পড়, আর তোমার প্রতিপালক মহামহিমান্বিত, যিনি কলমের সাহায্যে শিক্ষা দিয়েছেন। শিক্ষা দিয়েছেন মানুষকে যা সে জানতো না।

(সূরা আলাক: আয়াত(১-৫)।

ইলমে দ্বীন হচ্ছে সেই ইলম যা অর্জন করে আল্লাহকে চিনা যায়, জানা যায়, তাঁর নৈকট্য লাভ করা যায়, সত্য ও সঠিক পথে চলা যায়, এবং সব সমস্যার সার্থক সমাধান করা যায়। ইলমে দ্বীন অর্জন করেই মানুষ দুনিয়া-আখেরাতে শান্তি ও মুক্তি লাভ করতে পারবে বলেই আল্লাহপাক সর্ব প্রথম ইলমে দ্বীন শিক্ষা করার নির্দেশ দিয়েছেন। যার মধ্যে ইলমে দ্বীন নেই সে সন্ত্রাসী ও দুর্নীতিবাজ হতে বাধ্য। দ্বীনি শিক্ষার অভাব সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় অশান্তির মূল কারণ। প্রচলিত শিক্ষা ব্যবস্থায় নৈতিক শিক্ষা নেই বললেই চলে। এজন্য আমাদের সমাজে অশান্তির অগ্নিশিখা দাউ দাউ করে জ্বলছে। শান্তির দূরতম লক্ষ্ণ কোথাও দৃষ্টি গোচর হচ্ছে না। স্থানে স্থানে স্কুল কলেজ ভার্সিটি প্রতিষ্ঠা করা হচ্ছে। এসব কলেজ-ভার্সিটি থেকে

অগণিত শিক্ষিত লোক বের হয়ে দেশ ও জাতির সেবায় নিয়োজিত আছেন। প্রশ্ন হল– এত শিক্ষিত লোক থাকার পরও নীতিবান লোক পাওয়া যাচ্ছে না কেন? দুর্নীতি মামলার আসামী এমন সকল সরকারী কর্মকর্তাদের দেখা যায় যারা উচ্চ শিক্ষায় শিক্ষিত। প্রশ্ন হলো এত উচ্চ শিক্ষিত হয়ে এরা দুর্নীতিতে আসক্ত কেন? এরা দুর্নীতি করে কেন? সন্ত্রাসীদের বেলায়ও আমার একই প্রশ্ন। এর জবাব হল– স্কুল কলেজ ভার্সিটিতে ইলমে দ্বীন শিক্ষা দেয়া হয় না বলেই এখান থেকে নীতিবান লোক বের হয় না। নীতিবান হওয়ার মূল মন্ত্র হচ্ছে ইলমে দ্বীন। ইলমে দ্বীন তথা ইলমে শরীয়ত ও ইলমে মারিফতের অধিকারী কোন ব্যক্তি কখনও সন্ত্রাস–দুর্নীতিতে লিপ্ত হতে পারে না, সন্ত্রাস দুর্নীতিতে সহযোগিতা করতে পারে না। নৈতিকতা শিক্ষার একমাত্র স্থান হচ্ছে দ্বীনি প্রতিষ্ঠান। দ্বীনি প্রতিষ্ঠান থেকেই দ্বীনি শিক্ষা লাভ করতে হয়।

এজন্য দ্বীন শিক্ষার প্রসারের জন্য দ্বীনি প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠা করার গুরুত্ব অপরিসীম। যারা ইলমে দ্বীন অর্জন করে তাদের মার্যাদা অতি উচ্চ।

পবিত্র কোরআনে ইরশাদ হয়েছে-

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِذَا قِيلَ لَكُمۡ تَفَسَّحُواْ فِي ٱلۡمَجَٰلِسِ فَٱفۡسَحُواْ يَفۡسَحِ ٱللَّهُ لَكُمۡۖ وَإِذَا قِيلَ ٱنشُزُواْ فَٱنشُزُواْ يَرۡفَعِ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مِنكُمۡ وَٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلۡعِلۡمَ دَرَجَٰتٖۚ وَٱللَّهُ بِمَا تَعۡمَلُونَ خَبِيرٞ

“তোমাদের মধ্য থেকে যারা ঈমান এনেছে এবং তোমাদের মধ্য থেকে যাদেরকে ইলম (ইলমে শরীয়ত ও ইলমে মারিফত) দান করা হয়েছে আল্লাহ তাদের মর্যাদা বৃদ্ধি করেছেন” (সূরা মুজাদালাহ : আয়াত-১১)।

অন্য আয়াতে ইরশাদ হয়েছে -

اَمَّنۡ ہُوَ قَانِتٌ اٰنَآءَ الَّیۡلِ سَاجِدًا وَّ قَآئِمًا یَّحۡذَرُ الۡاٰخِرَۃَ وَ یَرۡجُوۡا رَحۡمَۃَ رَبِّہٖ ؕ قُلۡ ہَلۡ یَسۡتَوِی الَّذِیۡنَ یَعۡلَمُوۡنَ وَ الَّذِیۡنَ لَا یَعۡلَمُوۡنَ ؕ اِنَّمَا یَتَذَکَّرُ اُولُوا الۡاَلۡبَابِ

“বল, যারা জানে ও যারা জানে না তারা কি সমান?

(সূরা জুমার : আয়াত-৯)।

উক্ত আয়াতগুলোতে ইলম বলতে ইলমে শরীয়ত ও ইলমে মারিফত উভয় প্রকার ইলমকেই বুঝানো হয়েছে।

কারো মধ্যে উক্ত দুপ্রকার ইলমের কোন একটি অনুপস্থিত থাকলে তাকে কখনও আলেম বলা যাবে না। আলেম হতে হলে তাকে ইলমে শরীয়ত ও ইলমে মারিফত অবশ্যই অর্জন করতে হবে। ইলমে শরীয়ত ও ইলমে মারিফতের পূর্ণাঙ্গ রূপই হচ্ছে ইলমে দ্বীন। এই বিশ্বে চিকিৎসাবিদ, ভূতত্ত্¡বিদ, গণিতবিদ ও দার্শনিক হিসেবে যারা বিশ্বখ্যাতি অর্জন করেছেন তারা সবাই ছিলেন ইলমে দ্বীনে অগাধ পাণ্ডিত্যের অধিকারী। ইলমে দ্বীন ব্যতীত কেউই চিকিৎসাবিদ, বৈজ্ঞানিক ও দার্শনিক হতে পারবেন না। সকল

ক্ষেত্রে প্রকৃত জ্ঞান, তথ্য ও তত্ত্ব পেতে হলে তাকে অবশ্যই ইলমে দ্বীন অর্জন করতে হবে।

দুনিয়া ও আখেরাতের অশেষ কল্যানে ইলমে দ্বীন শিক্ষার বিকল্প নেই। ধর্মীয় শিক্ষা ছাড়া মুক্তির কোনো উপায় নেই। ইলমে দ্বীন শিক্ষার গুরুত্ব বিষয়ক কয়েকখানা আয়াত নিম্নে উপস্থাপন করা হল:-

وَ اِنۡ تَفۡعَلُوۡا فَاِنَّہٗ فُسُوۡقٌۢ بِکُمۡ ؕ وَ اتَّقُوا اللّٰہَ ؕ وَ یُعَلِّمُکُمُ اللّٰہُ ؕ وَ اللّٰہُ بِکُلِّ شَیۡءٍ عَلِیۡمٌ

অর্থ: " আর তোমরা আল্লাহকে ভয় কর এবং তিনি তোমাদেরকে শিক্ষা দেন, আল্লাহ সর্ববিষয়ে সবিশেষ অবহিত" (সূরা বাকারা : আয়াত ২৮২)।

وَ اَنۡزَلَ اللّٰہُ عَلَیۡکَ الۡکِتٰبَ وَ الۡحِکۡمَۃَ وَ عَلَّمَکَ مَا لَمۡ تَکُنۡ تَعۡلَمُ ؕ وَ کَانَ فَضۡلُ اللّٰہِ عَلَیۡکَ عَظِیۡمًا

অর্থ: "আল্লাহ তোমার প্রতি কিতাব ও হিকমত নাজিল করেছেন এবং তুমি যা জানতেনা তা তোমাকে শিক্ষা দিয়েছেন, তোমার প্রতি আল্লাহর মহা অনুগ্রহ রয়েছে। (সূরা নিসা : আয়াত-১১৩)।

فَتَعٰلَی اللّٰہُ الۡمَلِکُ الۡحَقُّ ۚ وَ لَا تَعۡجَلۡ بِالۡقُرۡاٰنِ مِنۡ قَبۡلِ اَنۡ یُّقۡضٰۤی اِلَیۡکَ وَحۡیُہٗ ۫ وَ قُلۡ رَّبِّ زِدۡنِیۡ عِلۡمًا

অর্থ: "বল, হে আমার প্রতিপালক, আমার জ্ঞান বৃদ্ধি কর" (সূরা ত্বাহা : আয়াত-১১৪)।

هُوَ الَّذِىۡ بَعَثَ فِى الۡاُمِّيّٖنَ رَسُوۡلًا مِّنۡهُمۡ يَتۡلُوۡا عَلَيۡهِمۡ اٰيٰتِهٖ وَ يُزَكِّيۡهِمۡ وَ يُعَلِّمُهُمُ الۡكِتٰبَ وَ الۡحِكۡمَةَ * وَ اِنۡ كَانُوۡا مِنۡ قَبۡلُ لَفِىۡ ضَلٰلٍ مُّبِيۡنٍ ۙ

অর্থ: "তিনি উম্মীদের মধ্যে একজন রাসূল পাঠিয়েছেন তাদের মধ্যে হতে যে তাদের নিকট আবৃত্তি করে তাঁর (আল্লাহর) আয়াতসমূহ, তাদেরকে পবিত্র করে এবং শিক্ষা দেয় কিতাব ও হিকমত : ইতিপূর্বে তো এরা ছিল ঘোর বিভ্রান্তিতে" (সূরা জুমু'আ : আয়াত-২)।

فَوَجَدَا عَبۡدًا مِّنۡ عِبَادِنَاۤ اٰتَيۡنٰهُ رَحۡمَةً مِّنۡ عِنۡدِنَا وَ عَلَّمۡنٰهُ مِنۡ لَّدُنَّا عِلۡمًا

অর্থ: "অতঃপর তারা সাক্ষাত পেল আমার বান্দাদের মধ্যে একজনের, যাকে আমি আমার নিকট হতে অনুগ্রহ দান করেছিলাম ও আমার নিকট হতে শিক্ষা দিয়েছিলাম এক বিশেষ জ্ঞান " (সূরা কাহাফ : আয়াত-৬৫)।

وَ الرّٰسِخُوۡنَ فِى الۡعِلۡمِ يَقُوۡلُوۡنَ اٰمَنَّا بِهٖ ۙ كُلٌّ مِّنۡ عِنۡدِ رَبِّنَا ۚ وَ مَا يَذَّكَّرُ اِلَّاۤ اُولُوا الۡاَلۡبَابِ

অর্থ: এবং বোধশক্তি সম্পন্ন লোক ব্যতীত কেউ শিক্ষা গ্রহণ করে না" (সূরা আল-ইমরান : আয়াত-৭)।

ذٰلِكُمَا مِمَّا عَلَّمَنِىۡ رَبِّىۡ

অর্থ: "আমি তোমাদেরকে যা বলবো তা আমার প্রতিপালক আমাকে যা শিক্ষা দিয়েছেন তা হতে বলবো।" (সূরা ইউসূফ : আয়াত-৩৭)।

وَ عَلَّمۡنٰهُ صَنۡعَةَ لَبُوۡسٍ لَّكُمۡ لِتُحۡصِنَكُمۡ مِّنۡۢ بَاۡسِكُمۡ ۚ فَهَلۡ اَنۡتُمۡ شٰكِرُوۡنَ

অর্থ: "আর আমি তাকে তোমাদের জন্য বর্ম নির্মাণ শিক্ষা দিয়েছিলাম, যাতে তা তোমাদের যুদ্ধে তোমাদেরকে রক্ষা করে সূতরাং তোমরা কি কৃতজ্ঞ হবে না? (সূরা আম্বিয়া : আয়াত-৮০)।

وَ اٰتٰىهُ اللّٰهُ الۡمُلۡكَ وَ الۡحِكۡمَةَ وَ عَلَّمَهٗ مِمَّا يَشَآءُ ؕ

অর্থ: "আল্লাহ তাকে (দাউদ আ.) কে রাজত্ব ও হিকমত দান করলেন- এবং যা তিনি ইচ্ছা করলেন তা তাকে শিক্ষা দিলেন"

(সূরা বাকারা : আয়াত-২৫১)।

অতএব, ইলমে দ্বীন ছাড়া মানবতার মুক্তির কোন উপায় নেই। ইলমে দ্বীন অর্জন করা প্রত্যেকের উপরই ফরজ। এজন্য হাদীসে ইলম শিক্ষার প্রতি অত্যন্ত গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। হযরত আনাস (রা.) বর্ণিত হাদীসে রাসূল (সা.) ইরশাদ করেন– "ইলম অর্জন করা প্রত্যেক মুসলমান নরনারীর উপর ফরজ" (ইবনে মাজাহ)।

ইলমে দ্বীন অর্জন করা বা ইলমে দ্বীন শিক্ষা দেয়া এতই মর্যাদাপূর্ণ যে, হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আমর (রা.) বর্ণিত হাদীসে তিনি বলেন– একবার রাসূল (সা.) তার মসজিদে দুটি মজলিসের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন, তখন তিনি বললেন– উভয় মজলিসেই ভালো কাজ চলছে।

তবে এক মজলিস অপর মজলিস অপেক্ষা উত্তম। এক মজলিসে দোয়া করা হচ্ছে। এই দোয়া আল্লাহ কবুল করতে পারেন আবার কবুল করতে নাও পারেন। অপর মজলিসে ইলমে দ্বীন শিক্ষা দেয়া হচ্ছে, এরাই উত্তম। এই বলে রাসূল (সা.) ইলমে দ্বীন শিক্ষার মজলিসে বসে গেলেন। (দারেমী)। হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) বর্ণিত হাদীসে তিনি বলেন– "রাতের কিছু সময় ইলমে দ্বীন সম্পর্কে আলোচনা করা পূর্ণ রাত জাগ্রত থেকে ইবাদত করা অপেক্ষা উত্তম। (দারেমী)।

হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) বর্ণিত অন্য এক খানা হাদীসে রাসূল (সা.) ইরশাদ করেন– "একজন আলেম শয়তানের পক্ষে হাজার

হাজার আবিদ অপেক্ষাও উত্তম অর্থাৎ শয়তান কর্তৃক হাজার হাজার আবিদকে পথভ্রষ্ট করা সম্ভব হলেও একজন আলেমকে সেই শয়তান কখনও পথভ্রষ্ট করতে পারবে না (তিরমীজি ও ইবনে মাজাহ)।

হযরত আনাস (রা.) বর্ণিত হাদীসে রাসূল (সা.) ইরশাদ করেন- "যে ইলমে দ্বীন অনুসন্ধানে বের হয়েছে সে মূলত আল্লাহর রাস্তায় বের হয়েছে, যে পর্যন্ত না সে প্রত্যাবর্তন করে" (তিরমীজি ও দারেমী)। ইলমে দ্বীন শিক্ষা করা ও শিক্ষা দানের অশেষ গুরুত্ব বিষয়ক আরো কয়েক খানা হাদীস নিম্নে উপস্থাপন করা হল:-

১. হযরত আয়শা রা. বর্ণিত হাদীসে রাসূল (সা.) ইরশাদ করেন-"আল্লাহপাক আমার কাছে ওহী পাঠিয়েছেন, যে ব্যক্তি ইলমে দ্বীন শিক্ষার উদ্দেশ্যে কোনো পথ অবলম্বন করবে, তার জন্য আমি জান্নাতের পথ সহজ করে দিব এবং যে ব্যক্তির দুই চক্ষু আমি নিয়ে গিয়েছি তাকে তার পরিবর্তে আমি জান্নাত দান করব। ইবাদত অধিক হওয়া অপেক্ষা ইলম অধিক হওয়া উত্তম। দ্বীনের আসল হচ্ছে সন্দেহের জিনিস থেকে বেঁচে থাকা (বায়হাকী)।

২. হযরত হাসান বসরী (রা.) বর্ণিত হাদীসে আছে- রাসূল (সা.) কে বনি ইসরাঈলের দুজন ব্যক্তি সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হল। এদের একজন ছিলেন আলেম যিনি শুধু ফরজ নামাজ আদায় করতেন এবং লোকদের ইলম শিক্ষা দান করতেন। অপর ব্যক্তি যিনি সারাদিন রোজা রেখে কাটাতেন এবং সারারাত্রি নামাজে

থাকতেন, এদের মধ্যে শ্রেষ্ট কে? রাসূল (সা.) জবাবে বললেন- যে সারাদিন রোজা রাখে এবং সারারাত নামাজে কাটায় সেই আবিদ অপেক্ষা যে আলেম শুধু ফরজ নামাজ আদায় করেন এবং লোকদেরকে দ্বীনি ইলম শিক্ষা দেন সেই আলেম শ্রেষ্ট । যেমন আমার ন্যায় রাসূলের ফজিলত তোমাদের একজন সাধারণ লোকের উপর" (দারেমী)।

৩. হযরত মুআবিয়া (রা.) বর্ণিত হাদীসে রাসূল (সা.) ইরশাদ করেন- "আল্লাহ যার কল্যাণ কামনা করেন তাকে 'ইলমে দ্বীন' দান করেন এবং আমি শুধু মাত্র বণ্টনকারী, আর আল্লাহই দান করেন" (বুখারী-মুসলিম)।

৪. হযরত আবু হুরায়রা (রা.) বর্ণিত হাদীসে রাসূল (সা.) ইরশাদ করেন- 'মানুষ মারা যাবার পর সমস্ত আমল বন্ধ হয়ে যায়- তবে তিনটি আমলের সওয়াব জারি থাকে- ১. সদকায়ে জারিয়া। ২. উপকারী ইলম। ৩. নেক সন্তান- যে তার জন্য দোয়া করে" (মুসলিম)।

৫. হযরত আবু উমামা বাহেলী (রা.) বর্ণিত হাদীসে আছে- "রাসূল (সা.) এর দরবারে দুজন লোক সম্পর্কে আলোচনা করা হল। এদের একজন আবিদ অপরজন আলেম। রাসূল (সা.) বললেন- আবিদের উপর আলেমের ফজিলত যথা- আমার ফজিলত তোমাদের একজন সাধারণ ব্যক্তির উপর।

অতঃপর রাসূল (সা.) বললেন- আল্লাহপাক, তাঁর ফেরেস্তাগণ, আসমান-জমিনের অধিবাসীরা, এমনকি পিপীলিকা তার গর্তে আর মাছ- যে ব্যক্তি মানুষকে ইলম শিক্ষা দেয় তার জন্য দোয়া করে"। (তিরমীজি)।

৬. হযরত সাখবারা আজদী (রা.) বর্ণিত হাদীসে রাসূল (সা.) ইরশাদ করেন- "যে ব্যক্তি ইলম অর্জন করবে তার জন্য তা তার পূর্ববর্তী গুনাহসমূহের কাফফারা হয়ে যাবে" (তিরমীজি ও দারেমী)। ৭. হযরত হাসান বসরী (রা.) বর্ণিত হাদীসে রাসূল (সা.) ইরশাদ করেন- "ইলম অর্জন অবস্থায় যার মৃত্যু হবে জান্নাতে তার ও নবীদের মধ্যে মাত্র এক ধাপের পার্থক্য থাকবে (দারেমী)।

মানব জীবনে ইলমে দ্বীন শিক্ষার গুরুত্ব অপরিসীম। ইলমে দ্বীন মানুষকে সৎ ও মহৎ করে তোলে। সুশীল সমাজ গড়ে তোলার একমাত্র হাতিয়ার হচ্ছে ইলমে দ্বীন। সেই ইলমে দ্বীনের ফজিলত বর্ণনা করে রাসূল (সা.) ইরশাদ করেন- "নিশ্চয়ই ইলমে দ্বীন অন্বেষনকারী, পিতা-মাতার অনুগত সন্তান এবং স্বামীর অনুগত স্ত্রী বিনা হিসাবে নবীগণের সাথে জান্নাতে প্রবেশ করবে"।

অন্য হাদীসে রাসূল (সা.) ইরশাদ করেন- "নিশ্চয়ই ফেরেস্তাগণ ইলমে দ্বীন অন্বেষণকারীর সন্তুষ্টির জন্য তাদের পায়ের নীচে তাদের ডানা সমূহ বিছিয়ে দেন"। ইলমে দ্বীন অন্বেষণকারী বা একজন আলেমের শান ও মহিমা বর্ণনা করে রাসূল (সা.) ইরশাদ

করেন– “একজন আলেম বা তালিবুল ইলম যখন কোন গ্রামের উপর দিয়ে গমন করেন তখন আল্লাহপাক সেই আলেম বা তালিবুল ইলিমের সম্মানে সেই গ্রামের মুর্দাদের কবরের আজাব চল্লিশ দিনের জন্য উঠিয়ে নেন”। নবী (সা.) অন্য একখানা হাদীসে ইরশাদ করেন–“যে ব্যক্তি একজন তালিবুল ইলম বা ইলমে দ্বীন অন্বেষনকারীকে সম্মান করলো সে যেন সত্তরজন নবীকে সম্মান করলো।

সন্ত্রাস ও দুর্নীতি থেকে মুক্ত থাকার একমাত্র মাধ্যম হচ্ছে ইলমে দ্বীন। ইলমে দ্বীন ব্যতীত মানবাত্মার বিকাশ সাধন সম্ভব নয়। দুনিয়া ও আখেরাতে শান্তি ও মুক্তি লাভের লক্ষ্যে ইলমে দ্বীন শিক্ষায় এগিয়ে আসা আমাদের সকলের উচিত।

তথ্যসূত্র:https://m.dailyinqilab.com/article/179855/%E0%A6%AE%E0%A6%BE%E0%A6%A8%E0%A6%AC-%E0%A6%9C%E0%A7%80%E0%A6%AC%E0%A6%A8%E0%A7%87-%E0%A6%A6%E0%A7%80%E0%A6%A8%E0%A6%BF-%E0%A6%B6%E0%A6%BF%E0%A6%95%E0%A7%8D%E0%A6%B7%E0%A6%BE%E0%A6%B0-%E0%A6%97%E0%A7%81%E0%A6%B0%E0%A7%81%E0%A6%A4%E0%A7%8D%E0%A6%AC

নারীদের দ্বীনি শিক্ষা অর্জনের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা

মহান রাব্বুল আলামীন দ্বীন শিক্ষাকে প্রত্যেক নর–নারীর উপর ফরজ করে দিয়েছেন। মানুষ সৃষ্টির সেরা , শরীয়তের ভাষায় আশরাফুল মাখলুকাত যার উপাধি অর্থাৎ সর্বশ্রেষ্ঠ মাখলুকের খেতাবে ভূষিত এ মানব সম্প্রদায়। যাদের উপর মহান আল্লাহ তা'আলা তাঁর বন্দেগী আবশ্যক করেছেন।

পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে-

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ

অর্থঃ আর আমি জিন ও মানবজাতিকে কেবল আমার ইবাদাতের জন্যই সৃষ্টি করেছি। (সূরা যারিয়াত ৫৬)

এই বন্দেগী পালনে মহান রবের পক্ষ থেকে নারী–পুরুষ নির্বিশেষে সকলেই আদিষ্ট। আর আমরা জানি, ইবাদাত পূর্ণভাবে আদায়ের জন্য ইলমে দ্বীনের শিক্ষা অপরিহার্য। (যেটুকু না শিখলে ফরজ ইবাদাত পালন করা সম্ভব নয়।) যেহেতু ইবাদাতের ব্যাপারে

নারী–পুরুষ উভয়ে আদিষ্ট, সেহেতু বিদ্যার্জনের জন্য এ দুয়ের রয়েছে সমান অশগ্রহণের শরীয়ত সম্মত সুযোগ।

ইসলামে নারী শিক্ষার গুরুত্ব ও নারীর দ্বীনি জ্ঞানার্জনের প্রয়োজনীয়তা কুরআন–সুন্নাহর আলোকে কিঞ্চিৎ আলোকপাত:

নারীদের দ্বীনি শিক্ষা অর্জনের গুরুত্ব

ইসলাম নারী শিক্ষার বিষয়টিকে যথেষ্ট গুরুত্ব দিয়েছে,এ বিষয়ে কুরআন-সুন্নাহের বহু স্থানে উল্লেখ হয়েছে।

আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করছেন,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ...

অর্থঃ হে ঈমানদারগণ! তোমরা নিজেদেরকে এবং আপন পরিবারকে জাহান্নামের আগুন থেকে বাঁচাও (সূরা-তাহরীম-৬)

উক্ত আয়াতে কারীমায় মহান রাব্বুল আলামীন পরিবারবর্গকে (মা-বোন ও সন্তান) কেও জাহান্নামের আগুন থেকে বাঁচানোর কথা বলেছেন। আর বন্দেগীর জন্য ইলমে দ্বীনের শিক্ষা অপরিহার্য। স্পষ্টতই নারীর দ্বীনি শিক্ষার গুরুত্ব ইসলামে অপরিসীম । কুরআনও যার ব্যাপারে অভিভাবকদের আদেশ করেছে।

অনুরূপভাবে হাদিসের বহু স্থানে নারী শিক্ষার গুরুত্ব সম্পর্কে বর্ণিত হয়েছে-

عن الشفاء بنت عبد الله قالت: دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وانا عند حفصة فقال لي: ألا تعلمين هذه رقية النملة كما علمتيها الكتابة-

অর্থ: শিফা বিনতে আব্দুল্লাহ রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, একবার নবীজী সা. আমার কাছে আসলেন, আর আমি তখন

হাফসা রা. এর নিকটে ছিলাম। তিনি আমাকে বললেন, তুমি তাকে যেভাবে লিপিবিদ্যা শিখিয়েছো সেভাবে খুঁজলি-পাচড়ার চিকিৎসার পদ্ধতিও কেন শিখিয়ে দিচ্ছো না? (আবু দাউদ-৩৮৮৭)

উক্ত হাদিসে হযরত শিফাকে লক্ষ্য করে নবীজীর উক্তি " কেন শিখাচ্ছো না " থেকেই তাঁর গুরুত্ব প্রদানের বিষয়টি স্পষ্ট হচ্ছে। যিনি আল্লাহর রাসূল, তার সাধারণ কথাটা ভিন্নভাবে ব্যক্ত করা নারী শিক্ষার সর্বোচ্চ গুরুত্বের প্রমাণ বহন করে। এ থেকে মহিলাদের লিপিবিদ্যায় দক্ষতা অর্জনের গুরুত্ব বুঝা যায়।

ইমাম শামছুল হক আযীমাবাদী রহ. নারীর লিপিবিদ্যার প্রয়োজনীয়তা নিয়ে - عقود الجمان في جواز الكتابة للنسوان নামক বিরাট একটি গ্রন্থ রচনা করেন, যা মাসআলাটির প্রয়োজনীয়তা বহুগুণে বৃদ্ধি করে। শুধু নববী তারগীব নয় বরং মহিলা সাহাবিয়াদের ইলম অর্জনের যে অফুরন্ত জযবা ছিল তাও পরিষ্কার হয় নিচের বর্ণনাটির মাধ্যমে; আবু হুরায়রা থেকে বর্ণিত, সাহাবিয়াগণ দরবারে নববীতে পয়গাম পাঠালেন যে, আপনি পুরুষদেরকে দ্বীন শিখাচ্ছেন, আমরা নারীরাও ইলম অর্জনে আগ্রহী।

তাঁদের শিখার আগ্রহ দেখে নবীজী (সা:) বাঁধা দেয়া তো দূরে থাক, সানন্দে রাজী হয়ে ওদের বাহবা দিয়ে বললেন, "তোমাদের পাঠদান হবে অমুক মহিলার ঘরে"। আর তিনি সেখানে মহিলা সাহবীদেরকে দ্বীনি ও জরুরী মহিলা বিষয়ক হুকুম-আহকাম শিখিয়েছেন।

অপর এক হাদিসে প্রিয়নবী সা. ইরশাদ করেন -

ثلاثة لهم اجران.... ورجل كانت عنده أمة فادبها فاحسن تاديبها وعلمها فاحسن تعليمها ثم اعتقهافتزوجها فله اجران

অর্থ : তিনি ব্যক্তির জন্য দিগুন সওয়াব রয়েছে। তন্মধ্যে একজন এমন ব্যক্তি যার নিকট একজন দাসী আছে। (যার সাথে সে মিলিত হয়।) সে তাকে সুন্দরভাবে আদব-কায়দা শিখিয়েছে, ভালোভাবে দ্বীনি তা'লীম দিয়েছে। এবার তাকে মুক্ত করে বিয়ে করে নিয়েছে। তার জন্য দু'টি প্রতিদান রয়েছে।

জ্ঞাতব্য বিষয় হলো, ইমাম বুখারী রহ, তার প্রতিটি অধ্যায়ের শিরোনাম চয়নে যথেষ্ট বুৎপত্তি ও দক্ষতার পরিচয় দিয়ে থাকেন। অনেক মুহাদ্দিসের মতে ইমাম বুখারীর ফিকহ্ তাঁর অধ্যায়ের শিরোনামে লুকায়িত রয়েছে। এ হাদিস তিনি যে অধ্যায়ে এনেছেন তার শিরোনাম দিয়েছেন এভাবে - باب تعلم الرجل امته واهله অর্থ:

এ অধ্যায়ে ঐ ব্যক্তির বর্ণনা হবে যে তার স্ত্রী-পরিজন ও বাঁদীকে ইলম শিখায়। আমরা হাদিসের অনুবাদে শুধু বাদীর উল্লেখ দেখেছি, তাহলে পরিবারের উল্লেখ করে বুখারী রহ কিভাবে তাঁর ফিকহ প্রকাশ করলেন? এর উত্তরে আমি বুখারী শরীফের সর্বাধিক প্রসিদ্ধ ব্যাখ্যাগ্রন্থ ফাতহুল বারীর উদ্ধৃতি পেশ করছি।

ان مطابقة الحديث للترجمة في الأمة بالنص وفي الأهل بالقياس ان الاعتناء بالأهل الحرائر في تعليم فرائض الله وسنن رسوله اكد من الاعتناء بالاماء

অর্থ : ইবনে হাজার রহ. বলেন, বুখারীর শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল এদিক থেকে যে, বাদীর উল্লেখ হাদিসে এসেছে এবং এর উপর ভিত্তি করে স্বাধীনা নারীর আল্লাহর বিধান ও রাসূলের সুন্নাতের শিক্ষা অর্জন বাঁদী অপেক্ষা অতি জরুরী। অর্থাৎ নবীজীর বাঁদীর ক্ষেত্রে গুরুত্ব প্রদান নিঃসন্দেহে তার উপরস্থ বাকী সব নারী উম্মতকে এতে শামিল করে নেয় এবং এজন্য ইমাম বুখারী রহ. অধ্যায়ের শিরোনামে সমস্ত নারী জাতির উল্লেখ করে দেন।

এই হাদিসের যে ব্যাখ্যা ফাতহুল বারী গ্রন্থে লিখিত তা থেকে আমাদের দু'টো শিরোনামের জন্য খোরাক রয়েছে।

ইনশাআল্লাহ।

প্রথমত:

হাদিস থেকে নারী শিক্ষার গুরুত্ব এভাবে বুঝে আসে যে, নবীজী সা. বাদীকে শিক্ষা দিয়ে তাকে আযাদ করে স্ত্রী বানিয়ে নেয়াতে দু'টো প্রতিদানের ঘোষণা দেন।

১. তাকে শিক্ষা দেয়াতে ২. তাকে আযাদ করে স্ব-স্ত্রীত্বে বরণ করাতে।

বাঁদীকে আযাদ ও তাকে স্ত্রী বানানো অনেক বড় ধৈর্য্য ও সামাজিক পরিষ্কার ব্যাপার ছিল তৎকালীন সময়ে। অথচ এ শক্ত কাজের বিনিময়ে একটি প্রতিদান এবং শুধু নারীর শিক্ষার বিনিময়ে সম্পূর্ণ এক বিনিময় প্রদানের ঘোষণা করা নারীর শিক্ষার গুরুত্বারোপ বৈ কিছুই না।

প্রশ্ন আসে যে, পবিত্র কোরআনে ولهن مثل اللذي عليهن بالمعروف অর্থ : আর স্ত্রীদেরও ন্যায়সঙ্গত অধিকার রয়েছে যেমন তাদের প্রতি পুরুষের রয়েছে।

এবং প্রসিদ্ধ হাদিস - النساء شقاءق الرجال

অর্থ : নারীরা পুরুষের অনুরূপ ।

(তিরমিযী, হাদিস: ১১৩, ইবনে মাজাহ, হাদিস : ৬১২)

এ থেকে নারী–পুরুষের শিক্ষার ক্ষেত্রে সমান অধিকারের কথা স্পষ্ট বুঝে আসা সত্ত্বেও হাদিসে বিশেষভাবে নারী শিক্ষার উল্লেখের প্রয়োজনীয়তা কেন পড়লো? যদি এই হাদিস সমূহ না বলা হতো তবুও তো নারীর ক্ষেত্রে পুরুষের ন্যায় শিক্ষিতা হওয়ায় ধর্মীয় বাধা ছিল না। হ্যাঁ সহশিক্ষা, শরীয়ত বিরোধী পরিবেশ, নারীর সুরক্ষার শতভাগ সুবিধা না থাকায় এবং বিশেষত জাগতিক বিদ্যালয়গুলোতে ছাত্রী বৈষম্যতার দরুণ বর্তমান ফিৎনার যুগে ইসলামী শরীয়ত সম্মত পন্থায় নারী শিক্ষায় বৈধতা দেয় এটা ভিন্ন কথা। এসব সমস্যা না থাকলে নারীর শিক্ষার উপর ধর্মীয় কোন বাধা–নিষেধ নেই। তবুও নবীজী সা. বিশেষভাবে তাকীদ করা এজন্য যে, তিনি হাদিস পাকে ইরশাদ করেন– اوتيت علم الاولين والاخرين

অর্থ: " আমাকে পূর্বাপর সকলের জ্ঞান দেয়া হয়েছে।"

এর আলোকে স্বীয় ঐশী দূরদর্শিতার বলে তিনি বুঝেছিলেন, সুদূর ভবিষ্যতে নারী শিক্ষার গুরুত্ব লোপ পাবে আর এ মহান অধিকার থেকে হয়তোবা তারা বঞ্চিত হবে, তাই তিনি তাদের কথা স্পষ্টত: উল্লেখ করে দিয়েছেন। নারী হলো শিশুর প্রথম বিদ্যালয় । বাচ্চা শৈশবের পুরো সময়টাই মায়ের সাথে কাঁটায়। এসময় মায়ের থেকে দেখে সে যা শিখে তা তার কচিমনে পাথরের উপর খোদাই করা লিপির ন্যায় বদ্ধমূল হয়ে যায়। প্রত্যেক শিশুর শিক্ষার সূচনা

তাই হয়, যা সে তার মায়ের কাছে থেকে শিখে। অতএব মা যদি নিজে শিক্ষিতা না হয়, ভালো কাজের আদেশ এবং মন্দ কাজের নিষেধ করার জন্য ভালো-মন্দের পর্যাপ্ত জ্ঞান না থাকে, তখন উপযোগী ও কাঙ্খিত তারবিয়াত না পাওয়ায় যে শূণ্যতা বাচ্চার জীবনে সৃষ্টি হয় তা অদূরণীয়। স্কুলে যেসব মিশ্র নৈতিকতার শিক্ষা সে মনে ধারণ করে তা তার অন্তরে বদ্ধমূল হতে যথেষ্ট সময় নেয়। অনেক বিষয়ের মধ্যে একটি ইসলাম শিক্ষা যা নৈতিকাতার পরিচায়ক, এটা তখন সে দীক্ষা হিসেবে নয়, পরিক্ষায় পাশের জন্য পড়া-শুনা করে। যে শিক্ষা ছোটকালে তার নিকট মুখ্য থাকার কথা, তা পরিক্ষার বিষয় হিসেবে আয়ত্ব করে সে, কাজেই মায়ের শিক্ষিত হওয়াটা অত্যন্ত জরুরী, যেন সন্তানের সুষ্ঠভাবে বেড়ে উঠতে তার অবদান প্রকাশিত হয় এবং সন্তান সুনাগরিক হয়ে দেশ-সমাজের কল্যাণে আত্মনিয়োগ করে।

এখন প্রশ্ন হলো, শিশুর নৈতিকতার পূর্ণ বিকাশে মায়ের জাগতিক বিদ্যার প্রয়োজন হবে নাকি দ্বীন শরীয়তের শিক্ষা যা মানুষের জীবন সুগঠনের কথা বলে, শিখায় ও প্রচার করে।

দ্বিতীয় আলোচনা:

নারীর দ্বীনি শিক্ষা অর্জনের প্রয়োজনীয়তা

এ ব্যাপারে কুরআন-হাদিস আমাদের কি বলে?

উত্তরে পূর্বোল্লিখিত হাদীস - اجران (ثلاثة لهم.....) যাতে নারীর শিক্ষার তাকীদ করা হয়েছে তার ব্যাখ্যা তালাশ করা যাক । ফতহুলবারী গ্রন্থে যার সম্পর্কে বলা হয়েছে যে, বুখারী শরীফের যে ঋণ উম্মতের উপর ছিল তা তার এই সর্বশ্রেষ্ঠ ব্যাখ্যা গ্রন্থ দ্বারা পুরো হয়ে গিয়েছে। সেখানে উল্লেখ করা হয়েছে– আল্লাহর ফরজ বিধান ও রাসূলের সুন্নাত বিষয়ে বুৎপত্তি অর্জন। আর হাদিসে উল্লেখিত নারীশিক্ষা দ্বারা আমাদের সালফে সালেহীন (সাহাবা, তাবেয়ীন ও তৎপরবর্তী দ্বীনি মুরব্বিগণ) দ্বীনী শিক্ষাই বুঝেছেন। আমি একথা বলছি না যে, নারী সমস্তেরই মহিলা মাদরাসায় পড়া উচিৎ বরং দ্বীনি শিক্ষার দু'টি স্তর রয়েছে। মৌলিক বিষয়ে জ্ঞানার্জন এবং পরিপূর্ণভাবে দ্বীনি ইলমের বুৎপত্তি অর্জন।

প্রথমস্তর যেমন প্রত্যেক নারীর উপর ফরজ তেমনি,

দ্বিতীয় স্তরও ফরজে কেফায়া । অথ্যাৎ, উম্মতের বিশেষ এক নারী সম্প্রদায় যদি দ্বীনি ইলমে বুৎপত্তি অর্জন না করেন, নারীদের দৈনন্দিন হাজারো মাসআলা নিরসনে সময় ও পরিশ্রম ব্যয় না করেন, তাহলে প্রতিটি নারী উম্মত গুনাহগার হবে।

একটি ছোট দৃষ্টান্ত দেখা যাক যে,

শিক্ষার্থী ক্লাসের সব বিষয়ের মৌলিক তথ্য গুলো Explain ছাড়া শুধু আয়ত্ব করে আসে সে পরিক্ষার হলে বিস্তারিত উত্তর লিখতে পারে না, ফলে তার নম্বরও মৌলিক তথ্যের উপর আসে। ব্যাখ্যা না করায় দেখা যায় সে ১০০ তে ৪০/৫০ নম্বর পায়।

পক্ষান্তরে, যে ছাত্রীটি প্রতিটি বিষেয়ে ব্যাখ্যা সহকারে আয়ত্ব করে পরিক্ষা দেয় সে পুরো ১০০ নম্বরের উত্তর দেয় এবং সে অনুযায়ী নম্বর পায়। কোন বিষয়ের মৌলিক তথ্য দুজনেই জানে তবে দ্বিতীয়জন পূর্ণরূপে জানে য‍ার দরুন বোর্ড থেকে পরিদর্শক মহোদয় এলে সে সবার প্রতিনিধিত্ব করে এবং প্রতিষ্ঠানের মান বাঁচায়। এখন যদি অন্যরা বলে যে, এতো বিস্তারিত জেনে লাভ কি? মৌলিক শিক্ষা অর্জন হলেই তো যথেষ্ট। তাহলে অন্যরা অবশ্যই ভুল পথেই কেবল নয় বরং সারা জীবন ঐ বিষয়ে বিস্তারিত জ্ঞানের প্রয়োজনে উক্ত ভাল ছাত্রীর দারস্থ ও তার কাছে ঋণী হয়ে থাকবে। আর দ্বীনি শিক্ষার দু'টি স্তরও অনুরূপ।

দ্বিতীয়টি ছাড়া প্রথমটির (যা সীমীত) অস্তিত্ব সংকটাপন্ন হওয়া অবধারিত। তাই দ্বিতীয়টির সুষ্ঠু পরিচর্যা একান্ত কাম্য। আর কওমী মাদরাসামূহ-ই সেই খেদমত সফলভাবে পরিচালনা করে আসছে।। যারা দ্বীনি ইলমে গভীরতা অর্জনের জন্য দ্বীনকে আল্লাহর যমীনে টিকিয়ে রাখার জন্য এ মহান ফরয কোন পার্থিব পদমর্যাদার সম্মান ও আর্থিক সম্মানের লোভ ছাড়াই মহান রবের সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য শিখে যাচ্ছে এবং সমাজ সংস্কারে নারীর

নৈতিক আদর্শকে সমুন্নত রাখার প্রয়াসে নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে , হাজারো সালাম সেসব নক্ষত্রসম মানবদের তরে।

প্রবন্ধের পরিশিষ্টে ইলমে ওহীর হক নিয়ে কিছু বলাটা দ্বীনি দায়িত্ব মনে করছি। আমাদের যারা ইলমে দ্বীন শিখছেন এই ইলমের কি হক এদের উপর বর্তায় এবং এই হক আদায় না করলে কি পরিণতি আমাদের বরণ করতে হবে?

ইলমে ওহীর হক সম্পর্কে সূরা মায়েদায় আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেন –

يا ايها الرسول بلغ ما انزل اليك من ربك و إن لم تفعل فما بلغت رسالته

অর্থ–আপনার নিকটে আপনার রব যা অবতীর্ণ করেছেন তার প্রচার করুন। যদি তা না করেন তবে যেন আপনি রিসালাতের দায়িত্বই পৌঁছান নি।

সূরা আর–রহমানে ইরশাদ হচ্ছে– علم القرآن অর্থ: তিনি কুরআন শিক্ষা দিয়েছেন।

প্রথমোক্ত আয়াতে " যা অবতীর্ণ করা হয়েছে " তা ছিল কুরআন, ওহী এমন ইলম যা সরাসরি শিক্ষক মহান রাব্বুল আলামীন থেকে নবীজি (স:) পেয়েছেন। মহান রব এই ওহী অবতীর্ণের সাথে সাথে তার যিম্মাদারী বা হক সম্পর্কেও রাসুলকে জানিয়ে দিয়েছেন

এবং সম্বোধন করেছেন এভাবে- " যা অবতীর্ণ করা হয়েছে আপনি তার প্রচার করুন।" অর্থাৎ ইলমের প্রচার-প্রসার ও শিক্ষা দেয়া, এটা এর অন্যতম হক। এ সম্পর্কে নবীজি সা: ও বিভিন্ন হাদীসে ইরশাদ করেছেন- যেমন তিনি বলেন-بلغوا عني و لو اية " আমার পক্ষ থেকে একটি বাণী হলেও পৌঁছিয়ে দাও।

অন্য এক হাদীসে এসেছে- تعلموا العلم والفراءض و علموه الناس فاني مقبوض "তোমরা ইলম ও ফারায়েযের জ্ঞান শিক্ষা কর এবং লোকদেরকে তা শিক্ষা দাও, কেননা আমাকে তুলে নেয়া হবে।"

আর আমরা তাঁর উম্মতের নির্বাচিত অংশ যারা নায়েবে রাসূল ও নবীর ওয়ারিশ " সম্মানজনক খেতাবে ভূষিত। আমাদের উপরেও ইলমে ওহী শিক্ষার এই হক্ব তথা প্রচার প্রসার এর দায়িত্ব বর্তাবে। উম্মত গোমরাহ হচ্ছে আর আমাদের হক্ব আমাদেরকে আহ্বান করছে। আমরা ইলমের প্রচার-প্রসারে অংশ নিয়ে দ্বীনি ইলমের এই হক্বকে আদায় করতে সচেষ্ট হই।

দ্বিতীয় অবশ্যপালনীয় হক্ব হলো, নিজ ইলম অনুযায়ী আমল করা। এ হক্কের ব্যাপারে বহু হাদীস বর্ণিত হয়েছে।যেমন, রাসূল সা. ইরশাদ করেন- من علم بما علم ورثه الله تعالى علم ما لم يعلم -

دلاءل النبوة للامام بيهقي "যে ব্যক্তি ইলম অনুযায়ী আমল করবে আল্লাহ তায়ালা তাকে অজানা বিষয়ের ইলম দান করবেন।।

অন্য হাদীসে এসেছে - ان مما يلحق المؤمن من عمله و حسناته بعد موته علما علمه و نشره "যেসব আমলের সওয়াব মুমিনের মৃত্যুর পরও সে পেতে থাকে, তার মধ্যে একটি হলো ঐ ইলম- যা সে শিখেছে এবং প্রচার করেছে।

আমরা নিজেদের দিকে একটু দেখি, আমরা পূর্ণরূপে দ্বীনের উপর চলতে পারছিতো? মাদরাসা থেকে বোরকা পড়ে বাসায় যাচ্ছি, সেখানে আমার চালচলন ঠিক আছে তো? যেহেতু ইলমে ওহী আমার সীনায়, উম্মত যেন আমাকে দেখে নিরাশ না হয়। ইলমে দ্বীন থেকে ওদের ভরসা যেন না ওঠে যায়। উপরন্তু বেপর্দা নারীরা পর্দানশীন হতে পারে এবং বেহায়াপনা লোপ পায়। এখন আমি যদি মাহরাম ছাড়া প্রয়োজনে-অপ্রয়োজনে ঘনঘন বাইরে ঘোরাফেরা করি, কন্ঠের পর্দা ভুলে গিয়ে উচ্চস্বরে জিনিসের দরদাম করতে থাকি, তাহলে ইলমে ওহীর যে হক্ক আমার উপর রয়েছে তার অপমান করলাম।

মূলত: কথার দাওয়াত থেকে নিশ্চুপ দাওয়াত বেশি কার্যকরী। অতএব এ বিষয়টি নিয়ে আমাদের ভাবার দরকার যে, এই হক্ক

আমাদের দ্বারা আদায় না হলে কি হবে? প্রথমত: আল্লাহর আদেশের সুস্পষ্ট নাফরমানী হবে। যেখানে সূরা মায়েদাতে স্বয়ং নবীজিকে সাবধান করা হয়েছে তার হক্ক সম্পর্কে যে, “যদি কুরআনের তাবলীগ না করেন, তবে যেন রিসালাতের দ্বায়িত্বই আপনি পৌঁছান নি।" সেখানে আমরা কোন ছাড় পাব?

উপরন্ত নবীজি সা. তাঁর দায়িত্ব পূর্ণ করে গেছেন । যার প্রমাণ হলো তিনি বিদায় হজ্জের ভাষণে সোয়া লক্ষ সাহাবায়ে কেরামের সম্মুখে বলেছিলেন– اللهم اشهد এটাই জ্বলন্ত প্রমাণ।

বাকী রইল নবীর নায়েবগণ, তাঁদের জন্য এই সতর্কবাণী প্রত্যেকের উপর তার দায়িত্ব পূর্ণ না করা পর্যন্ত বহাল থাকবে।

এবার দ্বিতীয় হক্ক সম্পর্কেও সচেতন থাকা চাই। তথা ইলম অনুযায়ী আমল করা যার ব্যাপারে উদাসীনদের সম্পর্কে ভয়ংকর সব ধমকি এসেছে। এক হাদীসে ইরশাদ হয়েছে– কতক জান্নাতী নিজেদের ধর্মীয় গুরুদেরকে দোযখে দেখে আশ্চর্য হলে, তারা তাদের সংশয় এ বলে দূর করবে যে, “আমরা অন্যদেরকে আমল করতে বলতাম কিন্তু নিজেরা আমল করতাম না।

অন্যত্র ইরশাদ হয়েছে – ان من اشر الناس عند الله منزلة يوم القيامة عالم لم ينتفع بعلمه “সেই আলেম কেয়ামতের দিন সবচেয়ে মন্দ

বলে বিবেচিত হবে, যে নিজ ইলম দ্বারা উপকৃত হয়নি। অপর এক হাদীসে এসেছে– কেয়ামতের দিন ততক্ষণ পর্যন্ত মানুষের উভয় পা নিজস্থান থেকে সরবে না, যতক্ষণ পর্যন্ত না তাকে পাঁচটি বিষয় সম্পর্কে প্রশ্ন করা হবে। তন্মধ্যে একটি হলো ইলম সম্পর্কে-

ومن علمه فيما عمل

অর্থ : " নিজের ইলমের উপর কি আমল করেছো?"

অতএব, মুমিন মাত্রই এসব ধর্মকির প্রতি যথাযথ সজাগ থাকা চাই। আর আমরা যেহেতু ইলমে ওহীর ধারক–বাহক, উম্মাহর ঐ সকল মহীয়সী রমণীদের উত্তরসূরী, যারা স্বীয় ইলমের হক আমল ও প্রচারের মাধ্যমে আদায় করে ইতিহাসে চির স্মরণীয় ও সম্মানিত হয়ে রয়েছেন। আল্লাহ আমাদের ইলমের হক্ক বুঝে তা যথাযথভাবে আদায়ের তাওফিক দান করুন। আমীন।

তথ্যসূত্র: https://muslimbangla.com/article/200

দ্বীনি ইলম অর্জনের জন্য নবিজি (সা:) যেসব পুরস্কার ঘোষণা করেছেন :

নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, যারা দোজখের শাস্তি থেকে নাজাত পাওয়া মানুষ দেখতে চায়, তারা যেন আল্লাহ তাআলার দ্বীনের ইলম অর্জনকারীদের দিকে তাকায়। তিনি দ্বীনি

ইলম অর্জনকারীর বেশ কিছু পুরস্কারের কথা ঘোষণা করেছেন। সেসব পুরস্কার কী?

সৃষ্টিজগতে মানুষের শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করার অন্যতম কারণ হচ্ছে ইলম বা জ্ঞানার্জন। এ ইলমের কারণেই মহান আল্লাহ তাআলা হজরত আদম আলাইহিস সালামকে ফেরেশতাদের উপর শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছেন এবং তাকে সেজদা করতে বলেছিলেন। এটি ছিল মানুষের প্রতি মহান আল্লাহ কুদরত। এখনও যে বা যারা ইলম বা জ্ঞানের অধিকারী তারাই সমাজে শ্রেষ্ঠত্ব বা প্রাধান্য পাওয়ার অধিকারী। এ কারণে দ্বীনি ইলম শেখার বিকল্প নেই।

হাদিসে পাকে এসেছে–

নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, যে দোজখের শাস্তি থেকে নাজাত পাওয়া মানুষ দেখতে চায়, সে যেন আল্লাহ তাআলার দ্বীনের ইলম অন্বেষণকারীদের দিকে দৃষ্টি দেয়। তিনি হলফ করে বলেন–

১. কোনো আলেমের দরজায় যখন কোনো জ্ঞান অন্বেষণকারী (দ্বীনি) ইলম শেখার জন্য যায়, তখন তার প্রত্যেক পদক্ষেপের বিনিময় একবছরের ইবাদাতের ছাওয়াব লেখা হয়।

২. জান্নাতে তার জন্য একটি শহর তৈরি করা হয়।

৩. সে যখন জমিনে বিচরণ করে, জমিন তার জন্যে আল্লাহ তাআলার দরবারে ক্ষমাপ্রার্থনা করে। এবং

৪. তার উপর সকাল-সন্ধ্যা এমন অবস্থায় উপস্থিত হয় যে, আল্লাহ তাকে ক্ষমা করেন।

৫. ফেরেশতারা সাক্ষ্য প্রদান করেন যে, তারা (দ্বীনি ইলম অর্জনকারীরা) দোজখ থেকে নাজাত হাসিলকারী।'

মনে রাখতে হবে যে,

দ্বীনি ইলম শিক্ষা করার গুরুত্ব অনেক বেশি। দ্বীনি ইলম না থাকলে আল্লাহকে ভয় করার গুণ থেকেও বঞ্চিত হতে হয়, আর আল্লাহর ভয়ই হলো নেক কাজের তাওফিক লাভের উপায়। যার অন্তরে আল্লাহর ভয় আছে কোরআন তাদের জন্য পথপ্রদর্শক। ইলমের বরকতেই অন্তরে আল্লাহর ভয় পয়দা হয়।

ইমাম রাজি রহমাতুল্লাহি আলাইহি ইলম সম্পর্কে ৫টি গুরুত্বপূর্ণ কথা বলেছেন। তাহলো-

১. বৃষ্টি যেমন আসমান থেকে নাযিল হয়, তেমনি ইলমও আসমান থেকে অবতীর্ণ হয়।

২. বৃষ্টিপাতের কারণে ফলফলাদি উৎপাদনের জন্য যেভাবে জমিন তৈরি হয়, তেমনি ইলম অর্জনের কারণে মানুষের মনের জমিনে মানবিক গুণাবলী অর্জন সম্ভব হয়।

৩. বৃষ্টিপাত ছাড়া যেমন জমিন থেকে ফসলাদি উৎপন্ন হয় না, ঠিক ইলম ছাড়াও মানুষ আল্লাহ তাআলার ইবাদাত-বন্দেগি করতে সক্ষম হয় না।

৪. আকাশে বজ্র ধ্বনি বা বিদ্যুৎ চমকালে যেভাবে বৃষ্টিপাত হয়, তেমনিভাবে জান্নাতের আশা এবং জাহান্নামের শাস্তির ভয়ের ফলে ইলম অর্জন হয়।

৫. বৃষ্টি যেমন অনেক সময় উপকারী হয় আবার অপকারী হয়, ঠিক ইলম অনুযায়ী যদি আমল করা হয় তবে তা উপকারী হয়। পক্ষান্তরে ইলম অনুযায়ী আমল না করলে তবে তা অপকারী হয়। (তাফসিরে কবির)

আল্লাহ তাআলা উম্মাতে মুসলিমাহকে দ্বীনি ইলম অর্জনসহ সর্ব ধরনের কল্যাণকর জ্ঞান অর্জন করে দুনিয়া ও আখেরাতে সফলতা পাওয়ার তাওফিক দান করুন। আমিন।

তথ্যসূত্র: https://www.jagonews24.com/amp/788423

দ্বীনি শিক্ষা অর্জনের ফযীলত

সর্বপ্রথম কুরআনী ওহীতেই ইলমের প্রতি উদ্বুদ্ধ করা হয়েছে। ইরশাদ হয়েছে-

اِقْرَاْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِىْ خَلَقَ، خَلَقَ الْاِنْسَانَ مِنْ عَلَق ، اِقْرَاْ وَ رَبُّكَ الْاَكْرَم، الَّذِىْ عَلَّمَ بِالْقَلَم، عَلَّمَ الْاِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ.

অর্থ : পাঠ কর তোমার প্রতিপালকের নামে, যিনি সৃষ্টি করেছেন- সৃষ্টি করেছেন মানুষকে 'আলাক' হতে। পাঠ কর, আর তোমার প্রতিপালক মহামহিমান্বিত, যিনি কলমের সাহায্যে শিক্ষা দিয়েছেন। শিক্ষা দিয়েছেন মানুষকে, যা সে জানত না। -সূরা আলাক (৯৬) : ১-৫

অপর এক আয়াতে ইরশাদ হয়েছে-

قُلْ هَلْ يَسْتَوِى الَّذِيْنَ يَعْلَمُوْنَ وَ الَّذِيْنَ لَا يَعْلَمُوْنَ.

অর্থ : বল, যারা জানে এবং যারা জানে না তারা কি সমান? -সূরা যুমার (৩৯) : ৯

কুরআনে কারিমের অন্যত্র ইরশাদ হয়েছে-

يَرْفَعِ اللهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مِنْكُمْ وَ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْعِلْمَ دَرَجٰتٍ.

অর্থ: তোমাদের মধ্যে যারা ঈমান এনেছে এবং যাদেরকে ইলম দান করা হয়েছে আল্লাহ তাআলা তাদেরকে মর্যাদায় উন্নত করবেন। -সূরা মুজাদালাহ (৫৮) : ১১

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন-

مَنْ يُرِدِ الله بِهِ خَيْراً يُفَقِّهْهُ فِي الدِّينِ.

আল্লাহ পাক যার কল্যাণ চান তাকে দ্বীনের সহীহ সমঝ দান করেন। -সহীহ বুখারী, হাদীস ৭১; সহীহ মুসলিম, হাদীস ১০৩৭

হযরত সাফওয়ান ইবনে আস্সাল রা. বলেন, আমি নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে আসলাম। তখন তিনি মসজিদে বসে ছিলেন। আমি তাঁকে বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ, আমি এসেছি ইলম শিক্ষা করার জন্য। তিনি বললেন, তালেবে ইলমকে মারহাবা। নিশ্চয় তালেবে ইলমকে ফিরিশতাগণ বেষ্টন করে রাখে এবং তাঁদের ডানা দিয়ে তাকে ছাঁয়া দিতে থাকে। অতঃপর তাঁরা সারিবদ্ধভাবে প্রথম আসমান পর্যন্ত মিলে মিলে দাঁড়িয়ে যায়। এসব কিছু তাঁরা সে যা অন্বেষণ করছে তার ভালবাসায় করে। -আখলাকুল উলামা, আর্জুরী ১/৩৭; তবারানী কাবীর, হাদীস ৭৩৪৭; মাজমাউয যাওয়ায়েদ, হাদীস ৫৫০

হাদীস শরীফে ইলম অন্বেষণের রাস্তাকেও আল্লাহর রাস্তা বলা হয়েছে। ইরশাদ হয়েছে-

مَنْ خَرَجَ فِي طَلَبِ العِلْمِ فَهُوَ فِي سَبِيلِ اللهِ حَتَّى يَرْجِعَ.

যে ব্যক্তি ইলম অন্বেষণের জন্য বের হল সে আল্লাহর রাস্তায় বের হল। -জামে তিরিমিযী, হাদীস ২৬৪৭

অন্য বর্ণনায় এভাবে এসেছে–

مَنْ جَاءَ مَسْجِدِي هَذَا، لَمْ يَأْتِهِ إِلّا لِخَيْرٍ يَتَعَلّمُهُ أَوْ يُعَلِّمُهُ، فَهُوَ بِمَنْزِلَةِ الْمُجَاهِدِ فِي سَبِيلِ اللهِ.

অর্থ: যেই ব্যক্তি আমার মসজিদে আসল শুধু একারণে যে, সে কোনো কল্যাণের বাণী শিখবে অথবা শেখাবে সেই ব্যক্তি আল্লাহর রাস্তায় জিহাদকারীর ন্যায়। -সুনানে ইবনে মাজাহ, হাদীস ২২৭; মুসনাদে আহমাদ, হাদীস ৯৪১৯

অপর এক হাদীসে ইরশাদ হয়েছে–

إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إِلّا مِنْ ثَلَاثَةٍ: إِلّا مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ، أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ، أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ.

যখন মানুষ মারা যায় তার সকল আমলের রাস্তা বন্ধ হয়ে যায়। শুধু তিনটি রাস্তা খোলা থাকে। এক. ছদকায়ে জারিয়া। দুই. এমন ইলম, যা থেকে (মানুষ) উপকৃত হয়। তিন. নেক সন্তান, যে তার জন্য দুআ করে। -সহীহ মুসলিম, হাদীস ১৬৩১

আরো ইরশাদ হয়েছে, তোমাদের মধ্যে সর্বোত্তম ঐ ব্যক্তি, যে কুরআন মাজীদ শিক্ষা করে এবং শিক্ষা দেয়। –সহীহ বুখারী, হাদীস ৫০২৭

নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত আবু জর রা.–কে সম্বোধন করে বলেছেন, হে আবু জর, কুরআনের একটি আয়াত শিক্ষা করা তোমার জন্য একশ রাকাত নফল নামায পড়ার চেয়েও উত্তম। ইলমের একটি অধ্যায় শিক্ষা করা তোমার জন্য

এক হাজার রাকাত নফল নামায পড়ার চেয়েও উত্তম। চাই এর উপর আমল করা হোক বা না হোক। –সুনানে ইবনে মাজাহ, হাদীস ২১৯।

তথ্যসূত্র :https://www.alkawsar.com/bn/article/2707/

দ্বীনি শিক্ষা অর্জনের সঠিক পদ্ধতি

কেউ ইলম শিক্ষা করার ইচ্ছা করলে স্বাভাবিকভাবে দুই প্রকারের উপায় সামনে আসে। ১. কারো লেখা পাঠ করা। ২. কারো কাছে গিয়ে সরাসরি তার থেকে শেখা।

এই দুই পদ্ধতিরই কিছু উসূল (নিয়মনীতি) ও আদব রয়েছে। প্রথম পদ্ধতির সবচে বড় উসূল হচ্ছে সেটা কার লেখা তা যাচাই করা। অর্থাৎ আমার শিক্ষাটা যেন হয় হকপন্থী কারো বই থেকে। হকপন্থীদের বই চেনার উপায় হচ্ছে নিজের জানা-শোনা হকপন্থী কোনো আলেমের কাছ থেকে জিজ্ঞাসা করে নেওয়া।

আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে, কোনো আলেমের কাছে না গিয়ে শুধু বই-পত্র থেকে কিছু ইসলামী জ্ঞান শিখে নেওয়া যথেষ্ট নয়। যদিও বইটি কোনো হকপন্থী আলেমের হয়। কারণ শুধু বই থেকে শিখলে আমার ভুল বুঝা বা উল্টা বুঝার সম্ভাবনা রয়েছে। অথবা আমি যা শিখছি তার বাস্তবিক প্রয়োগ কেমন হবে তা আমার

কাছে অস্পষ্ট থেকে যেতে পারে। কিংবা আমার জ্ঞানের স্বল্পতার কারণে ইসলামের কোনো বিষয় নিয়ে হঠাৎ আমার দিলে খটকা লাগতে পারে। যা হতে পারে আমার ক্ষতির কারণ।

এজন্যই আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন-

إِنَّمَا الْعِلْمُ بِالتَّعَلُّمِ.

ইলম হাসিল করতে হবে শেখা-শেখানোর মাধ্যমে। -সহীহ বুখারী ১/২৪

প্রখ্যাত মুহাদ্দিস খতীব বাগদাদী রাহ. বলেন-

وَيَكُونُ قَدْ أَخَذَ فِقْهَهُ مِنْ أَفْوَاهِ الْعُلَمَاءِ، لَا مِنَ الصُّحُفِ.

ইলম অন্বেষণকারী দ্বীনের বুঝ ও সমঝ গ্রহণ করবে আলেমদের যবান থেকে; বই-পুস্তক থেকে নয়। -আলফাকীহ ওয়াল মুতাফাক্কিহ, খতীব বাগদাদী ২/১৯৩

কুরআনে কারীমের এক আয়াত থেকেও বুঝা যায় ইলম শিক্ষার ক্ষেত্রে আসল পদ্ধতি হল আলেমদের শরণাপন্ন হওয়া। ইরশাদ হয়েছে-

فَسْـَٔلُوْٓا اَهْلَ الذِّكْرِ اِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُوْنَ.

অর্থ: তোমরা যদি না জানো তবে আহলে যিক্রের কাছে জিজ্ঞাসা করে নাও। -সূরা নাহল (১৬) : ৪৩

বিশিষ্ট ফকীহ আল্লামা শাতেবী রাহ. তাঁর ‘আলমুআফাকাত’ গ্রন্থে লিখেছেন–

قالوا إِنّ الْعِلْمَ كَانَ فِي صُدُورِ الرِّجَالِ، ثُمّ انْتَقَلَ إِلَى الْكُتُبِ، وَصَارَتْ مَفَاتِحُهُ بِأَيْدِي الرِّجَالِ.

আহলে ইলম বলেন, ইলম (প্রথমে) সংরক্ষিত ছিল মনীষীদের বুকে। পরে তা চলে এসেছে পুস্তকে। তবে চাবি রয়ে গেছে তাদেরই হাতে। –আলমুআফাকাত, শাতেবী ১/১৪০

এজন্য শুধু বই-পত্র পড়াকেই ইলম শিক্ষার জন্য যথেষ্ট মনে করা ভুল। পড়তেও হবে, আলেমদের কাছেও যেতে হবে। তবে পড়ার চেয়ে আলেমদের কাছে গিয়ে শেখা বেশি গুরুত্বপূর্ণ।

ইলম শিক্ষার দ্বিতীয় পদ্ধতির একটি বড় মূলনীতি হচ্ছে, অপরিচিত বা যার সম্পর্কে নিজের জানাশোনা নেই– এমন কারো থেকে ইলম শিক্ষা না করা।

এক্ষেত্রে মূলনীতি হচ্ছে, আমি যার থেকে ইলম গ্রহণ করছি সে হকপন্থী কি-না– তা আমার জানা থাকতে হবে। অথবা জানাশোনা আছে, এমন হকপন্থী আলেম তার ব্যাপারে কী বলেন– সেটা লক্ষ করতে হবে। বিখ্যাত তাবেঈ হযরত ইবনে সীরীন রহ. বলেন–

إِنّ هَذَا الْعِلْمَ دِينٌ، فَانْظُرُوا عَمّنْ تَأْخُذُونَ دِينَكُمْ.

এই ইলম (কুরআন-সুন্নাহর ইলম) হচ্ছে দ্বীন। সুতরাং দেখে নাও, কার কাছ থেকে তোমরা তোমাদের দ্বীন গ্রহণ করছ। -সহীহ মুসলিম ১/১৪

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা. বলেন-

إِنّ أَحَدَكُمْ لَمْ يُولَدْ عَالِمًا، وَإِنَّمَا الْعِلْمُ بِالتّعَلّمِ.

তোমাদের কেউই আলেম হয়ে জন্ম লাভ করে না। ইলম তো হাসিল হয় শিক্ষা করার মাধ্যমে। -আলমাদখাল ইলাস সুনানিল কুবরা, বায়হাকী ১/২৬৭

হযরত ইবনে আব্বাস রা.-কে জিজ্ঞাসা করা হল, আপনার এত বিপুল ইলম কীভাবে অর্জিত হয়েছে? তিনি উত্তর দিলেন-

بِلِسَانٍ سَؤُولٍ، وَقَلْبٍ عَقُولٍ.

অধিক জিজ্ঞাসাকারী যবান ও সজাগ হৃদয়ের মাধ্যমে। -ফাযাইলুস সাহাবাহ, ইমাম আহমাদ ২/৯৭০; আলআহাদু ওয়াল মাছানী, ইবনু আবী আছেম ৩/২৯৩

ইলম অর্জনের ক্ষেত্রে কষ্ট-মুজাহাদা শিকার করার ব্যাপারে হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস রা.-এর ঘটনা অতি প্রসিদ্ধ। তিনি ছিলেন অল্প বয়সী সাহাবীদের একজন। নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওফাতের পর তিনি বড় বড় সাহাবীদের কাছে গিয়ে ইলম অন্বেষণ করতেন। আর এলাকার সমবয়সী ছেলেদেরকেও বলতেন, চল আমরা সাহাবীদের কাছে গিয়ে ইলম শিক্ষা করি। কেননা তাঁরা তো এখন অনেকেই জীবিত। বন্ধুরা আশ্চর্যান্বিত হয়ে বলত, এত বড় বড় সাহাবী থাকতে কি মানুষেরা তোমার ইলমের মুখাপেক্ষী হবে? ফলে তারা যেত না আর তিনি গিয়ে সাহাবীদের কাছ থেকে ইলম শিক্ষা করতেন।

তিনি বলেন, আমি যখন শুনতাম অমুক সাহাবীর কাছে ইলম আছে তাঁর বাড়ির দরজার সামনে গিয়ে অপেক্ষা করতাম। কোনো সময় এমনও হত যে, সাহাবীর আসতে দেরি হচ্ছে আর আমিও ক্লান্ত। তখন আমি তাঁর অপেক্ষায় আমার চাদরখানাকে বালিশ বানিয়ে তাঁর দরজায় শুয়ে পড়তাম। আর বাতাসে ধূলা উড়ে এসে আমার শরীর ধূলা ধূসরিত হয়ে যেত। যখন সাহাবী বাড়ি থেকে বের হয়ে তাঁর দরজায় আমাকে এভাবে পড়ে থাকতে দেখতেন; তখন বলতেন, আয় আল্লাহ! নবীজীর চাচাত ভাইয়ের এ কী অবস্থা! আমাকে সম্বোধন করে বলতেন, আপনার কোন্ জিনিসের প্রয়োজন? আমার কাছে খবর পাঠালে আমি নিজেই আপনার

বাড়িতে গিয়ে হাযির হতাম। তখন আমি বলতাম, কখনোই না। আমিই আপনার কাছে আসার বেশি মুখাপেক্ষী। এরপর আমি তাঁর থেকে হাদীসের জ্ঞান হাসিল করতাম।

একসময় যখন বড় বড় সকল সাহাবা একে একে দুনিয়া থেকে বিদায় নিলেন লোকজন দ্বীনী জ্ঞান হাসিল করার জন্য আমার চারপাশে ভিড় জমাতে লাগল। তখন ঐ আনসারী ছেলেরা আমাকে দেখে বলত–

كَانَ هَذَا الْفَتَى أَعْقَلَ مِنَّا.

এই যুবকই আমাদের চেয়ে বেশি বুদ্ধিমান ছিল। –সুনানে দারেমী, হাদীস ৫৯০; তবাকাতু ইবনে সা‘দ ২/২৮৪

ইলম অর্জনের ক্ষেত্রে ‘কানাআত’ বর্জনীয়

ইলমের ব্যাপারে কোনো প্রকারের ‘কানাআত’ বা পরিতুষ্টি না থাকা বাঞ্ছনীয়। দ্বীনী ইলমের প্রতি থাকতে হবে পরিপূর্ণ লোভ। ইলম অর্জনের কাজ করতে হবে ঈর্ষান্বিত হয়ে এবং প্রতিযোগিতামূলক অগ্রগামিতার সাথে। ইলম অন্বেষণে অন্তত এতটুকু মনোনিবেশ থাকতে হবে, যতটুকু থাকে দুনিয়ার মোহে ডুবন্ত ব্যক্তির দুনিয়া অর্জনে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন–

مَنْهُومَانِ لَا يَشْبَعَانِ: مَنْهُومٌ فِي عِلْمٍ لَا يَشْبَعُ، وَمَنْهُومٌ فِي دُنْيَا.

দুই লোভী এমন যে, তারা কখনো পরিতৃপ্ত হতে পারে না– ইলম–লোভী, আর দুনিয়ালোভী। –মুসতাদরাকে হাকেম, হাদীস ২১৩; শুআবুল ঈমান, বায়হাকী, হাদীস ৯৭৯৮

সুতরাং ইলমের প্রতি আমার ভালবাসা, লোভ এবং তা অর্জনের চেষ্টা অব্যাহত থাকবে মৃত্যু পর্যন্ত।

লজ্জা ও অহংকার ইলম হাসিলের পথে বড় অন্তরায়।

অহংকার বড় ভয়ংকর ব্যাধি। অহংকারের কারণে অন্যান্য অনেক কল্যাণের সঙ্গে সঙ্গে ইলমের মতো মহা কল্যাণ থেকেও মানুষ বঞ্চিত হয়। আবার অনেকের ইলম শিক্ষা করার ইচ্ছা থাকে, কিন্তু লজ্জার কারণে শিখতে পারে না।

বিখ্যাত তাবেঈ হযরত মুজাহিদ রাহ. বলেন–

لاَ يَتَعَلَّمُ العِلْمَ مُسْتَحْيٍ وَلاَ مُسْتَكْبِرٌ.

অনর্থক লজ্জাকারী ও অহংকারী ইলম থেকে বঞ্চিত হয়। –সহীহ বুখারী ১/৩৮

লজ্জা অনেক প্রশংসনীয় একটি গুণ। তবে অনর্থক লজ্জা ভালো নয়। উম্মুল মুমিনীন হযরত আয়েশা রা. আনসারী নারীদের প্রশংসা করে বলেছেন–

نِعْمَ النِّسَاءُ نِسَاءُ الأَنْصَارِ لَمْ يَمْنَعْهُنّ الحَيَاءُ أَنْ يَتَفَقّهْنَ فِي الدِّينِ.

আনসারী নারীরা কতই না উত্তম! দ্বীনের গভীর জ্ঞান অর্জন করার ক্ষেত্রে লজ্জা তাদের জন্য বাধা হয় না। –সহীহ বুখারী ১/৩৮

আর অহংকার তো মুমিনের সাথে যায় না। মুমিন হবে বিনয়ী। চলনে বলনে সর্বক্ষেত্রে বিনয়ী। ইলম অন্বেষণের ক্ষেত্রে হতে হবে আরো বেশি বিনয়ী। আমার আবার কিসের অহংকার! হযরত মূসা আ.–এর মতো মহান নবী যদি ইলমের জন্য হযরত খিযির আ.–এর পিছে পিছে ঘুরতে পারেন, ইলমের জন্য বহু কষ্ট শিকার ও সবর করতে পারেন; সেই তুলনায় আমি কে। আমার আবার কিসের অহংকার?!

ইলমের ধারক-বাহকগণকে সম্মান করা

কারো সম্মান ও মর্যাদার ঘোষণা যদি স্বয়ং আল্লাহ ও তাঁর রাসূল দিয়ে থাকেন তবে তার সাথে বিদ্বেষ পোষণ করা মুনাফেকির আলামত। আলেম ও তালিবে ইলমের মর্যাদা দিয়েছেন স্বয়ং আল্লাহ ও তাঁর রাসূল। সুতরাং তাদের মর্যাদাকে আর কেউ ছোট করতে পারে না। তাদের মর্যাদাকে যারা ছোট করবে তারা নিজেরাই

আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের কাছে ছোট হয়ে যাবে। সমস্ত গোমরাহ ফেরকা ও বাতিলপন্থীরা উলামা-বিদ্বেষের ক্ষেত্রে একজোট। কারণ গোমরাহী ও বাতিলের বিরুদ্ধে আলেমরাই সর্বপ্রথম সোচ্চার হন। এজন্য বাতিল ও গোমরাহী চেনার একটি উপায় এ-ও যে, তারা হবে উলামা-বিদ্বেষী। হাসান বসরী রাহ. বলেন, আবুদ্দারদা রা. ও ইবনে মাসউদ রা. বলেন-

كُنْ عَالِمًا أَوْ مُتَعَلِّمًا أَوْ مُحِبًّا أَوْ مُتَّبِعًا، وَلَا تَكُنِ الْخَامِسَ فَتَهْلِكَ. قَالَ: قُلْتُ لِلْحَسَنِ: مَنِ الْخَامِسُ؟ قَالَ: الْمُبْتَدِعُ.

তুমি আলেম হও। নয়তো আলেমের ছাত্র হও। নয়তো আলেমকে মহব্বতকারী হও। নয়তো আলেমের অনুসারী হও। পঞ্চম ব্যক্তি হয়ো না। তাহলে তোমার ধ্বংস অনিবার্য। বর্ণনাকারী হাসান বসরী রাহ.-কে জিজ্ঞাসা করা হল, পঞ্চম ব্যক্তি কে? তিনি বললেন, পঞ্চম ব্যক্তি হচ্ছে, বেদআতি। -আলইবানাহ, ইবনে বাত্তাহ, বর্ণনা ২১০; আলমাদখাল, বায়হাকী, বর্ণনা ৩৮১; জামিউ বায়ানিল ইলম, ইবনু আব্দিল বার, বর্ণনা ১৪২

আল্লাহ তাআলা কুরআন মাজীদে আহলে ইলমের সাক্ষ্যকে দলিলরূপে পেশ করেছেন-

شَهِدَ اللهُ اَنَّهٗ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ وَ الْمَلٰٓئِكَةُ وَ اُولُوا الْعِلْمِ قَآئِمًا بِالْقِسْطِ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ.

আল্লাহ স্বয়ং এ বিষয়ের সাক্ষ্য দেন এবং ফিরিশতাগণ ও 'উলুল ইলম'ও যে, তিনি ছাড়া কোনো মাবুদ নেই, যিনি ইনসাফের সাথে (বিশ্বজগতের) নিয়ম-শৃঙ্খলা নিয়ন্ত্রণ করছেন। তিনি ছাড়া অন্য কেউ ইবাদতের উপযুক্ত নয়। তাঁর ক্ষমতাও পরিপূর্ণ এবং হিকমতও পরিপূর্ণ। -সূরা আলে ইমরান (৩) : ১৮

বিশিষ্ট তাফসীরকারক তাবেঈ সুদ্দী রাহ. বলেন, 'উলুল ইলম' দ্বারা উদ্দেশ্য-

جَمِيع عُلَمَاءِ الْمُؤْمِنِينَ.

মুমিনদের আলেমগণ।

ইমাম কালবীও এমনটি বলেন। -তাফসীরে বাগাবী ১/৪২০; তাফসীরে ইবনে আবী হাতেম ২/৬১৭

প্রখ্যাত মুফাস্সির আল্লামা কুরতুবী রাহ. সুদ্দী রাহ.-এর মতকেই প্রাধান্য দিয়েছেন। -তাফসীরে কুরতুবী ৪/৪১

এক হাদীসে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন-

إِنّ اللهَ لاَ يَقْبِضُ العِلْمَ انْتِزَاعًا يَنْتَزِعُهُ مِنَ العِبَادِ، وَلَكِنْ يَقْبِضُ العِلْمَ بِقَبْضِ العُلَمَاءِ، حَتَّى إِذَا لَمْ يُبْقِ عَالِمًا اتّخَذَ النّاسُ رُءُوسًا جُهّالًا، فَسُئِلُوا فَأَفْتَوْا بِغَيْرِ عِلْمٍ، فَضَلّوا وَأَضَلّوا.

নিশ্চয় আল্লাহ তাআলা ইলমকে মানুষদের থেকে ছিনিয়ে তুলে নেবেন না। তবে তিনি ইলমকে উঠিয়ে নেবেন আলেমদেরকে উঠিয়ে নেওয়ার মাধ্যমে। একপর্যায়ে যখন (দুনিয়াতে) কোনো আলেম অবশিষ্ট থাকবে না তখন মানুষেরা মূর্খদেরকে নেতা হিসাবে গ্রহণ করবে। অতঃপর তাদেরকে যখন (দ্বীনের কোনো বিষয়ে) জিজ্ঞাসা করা হবে; তারা না জেনে উত্তর দেবে। ফলে তারা নিজেরাও পথভ্রষ্ট হবে অন্যদেরকেও পথভ্রষ্ট করবে। –সহীহ বুখারী, হাদীস ১০০; সহীহ মুসলিম, হাদীস ২৬৭৩

হযরত আবু উমামা রা. বর্ণনা করেন, নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট দুই ব্যক্তির আলোচনা করা হল। তাদের একজন ছিল আলেম অপরজন আবেদ। তখন নবীজী ইরশাদ করলেন–

فَضْلُ العَالِمِ عَلَى العَابِدِ كَفَضْلِي عَلَى أَدْنَاكُمْ.

আবেদের (আলেম নয় এমন ইবাদাতগুযার নেককার ব্যক্তি) উপর আলেমের মর্যাদা তোমাদের একজন সাধারণ ব্যক্তির উপর আমার মর্যাদার ন্যায়। –জামে তিরমিযী, হাদীস ২৬৮৫।

আরো ইরশাদ করেন-

إِنّ الْعُلَمَاءَ وَرَثَةُ الْأَنْبِيَاءِ، إِنّ الْأَنْبِيَاءَ لَمْ يُوَرِّثُوا دِينَارًا وَلَا دِرْهَمًا، إِنّمَا وَرّثُوا الْعِلْمَ، فَمَنْ أَخَذَهُ أَخَذَ بِحَظٍّ وَافِرٍ.

নিশ্চয় আলেমগণ নবীগণের ওয়ারিশ। আর নবীগণ দিনার-দিরহামের (অর্থ-সম্পদের) ওয়ারিশ বানান না। তাঁরা ওয়ারিশ বানান ইলমের। সুতরাং যেই ব্যক্তি তা গ্রহণ করল সে তো (মিরাছের) এক বিরাট অংশ গ্রহণ করল। -সুনানে ইবনে মাজাহ, হাদীস ২২৩; মুসনাদে আহমাদ, হাদীস ২১৭১৫; সুনানে আবু দাউদ, হাদীস ৩৬৪১

হযরত আনাস রা. বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জীবদ্দশায় দুই ভাই ছিল। তাদের একজন নবীজীর দরবারে আসত এবং দ্বীনী ইলম তলব করত। অপরজন ছিল পেশাজীবি। একদিন পেশাজীবি ভাই এসে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট তার তালিবে ইলম ভাইয়ের ব্যাপারে অভিযোগ করল (অর্থাৎ সে দুনিয়ার কাজ-কর্ম করে না)। তখন আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পেশাজীবি ভাইকে বললে-

لَعَلّكَ تُرْزَقُ بِهِ.

সম্ভবত তুমি তার (তালিবে ইলমের) কারণেই রিযিক পাচ্ছ। -জামে তিরমিযী, হাদীস ২৩৪৫।

হাদীস শরীফে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আলেম ও তালিবে ইলমের প্রশংসা করে ইরশাদ করেছেন-

وَإِنّ الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا رِضًا لِطَالِبِ الْعِلْمِ، وَإِنّهُ لَيَسْتَغْفِرُ لِلْعَالِمِ مَنْ فِي السّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، حَتّى الْحِيتَان فِي الْمَاءِ، وَفَضْلُ الْعَالِمِ عَلَى الْعَابِدِ كَفَضْلِ الْقَمَرِ عَلَى سَائِرِ الْكَوَاكِبِ.

নিশ্চয় ফেরেশতাগণ তালিবে ইলমের প্রতি সন্তুষ্টি প্রকাশ করে নিজেদের ডানা বিছিয়ে দেন। আর আলেমের জন্য মাগফিরাত কামনা করতে থাকে আসমান-যমীনের সবকিছু। এমনকি পানির নিচে থাকা মাছ। (অন্য বর্ণনায়, গর্তের পিপিলিকা।) আলেমের মর্যাদা আবেদের উপর তেমন তারকারাজির মাঝে চন্দ্র যেমন। -মুসনাদে আহমাদ, হাদীস ২১৭১৫; জামে তিরমিযী, হাদীস ২৬৮২, ২৬৮৫; ফাতহুল বারী, ইবনে হাজার ১/১৬১

দ্র. কেউ কেউ এই হাদীসের-"لتضع أجنحتها" -এই বাক্যের ব্যাখ্যা করেছেন, 'ডানা বিছিয়ে দেয়া।' আবার কেউ বলেছেন এর অর্থ হল, 'তালিবুল ইলমের সম্মানে বিনয়াবনত হওয়া।' কেউ বলেছেন, 'উড্ডয়ন বন্ধ করে থেমে যাওয়া ও যিকিরের জন্য অবতরণ

করা।’ মূলত এ বাক্যের মাঝে এ সবক’টি অর্থেরই অবকাশ রয়েছে। (মাআলিমুস সুনান ৪/১৮৩; মেরকাতুল মাফাতীহ ১/২৯৬ আলোচ্য হাদীসের ব্যাখ্যা)

তথ্যসূত্র :https://www.alkawsar.com/bn/article/2707/

শেষকথা

ইসলামের দৃষ্টিকোণ থেকে দ্বীনি শিক্ষা অর্জন যুগোপযোগী ও উন্নত করা প্রয়োজন। জাগতিক শিক্ষার পাশাপাশি দ্বীনি শিক্ষা অর্জনে ও সকলের সমানভাবে দক্ষতা ও যোগ্যতা থাকা প্রয়োজন । সভ্যতার উৎকর্ষতার যুগে জাহেলিয়াতের ধ্যান ধারণা থকে বিরত থাকার জন্য দ্বীনি শিক্ষা অর্জন তথা আল্লাহর দিকে মানুষকে আহবান করা অবশ্যই কর্তব্য।

এজন্য প্রত্যেক জনপদে দ্বীনের ইলমে পারদর্শী ব্যক্তিত্ব বিদ্যমান থাকা ফরযে কিফায়া। আর এই উদ্দেশ্যে দ্বীনের ইলমের চর্চা অব্যাহত রাখা সমাজের অপরিহার্য কর্তব্য।

কুরআন-সুন্নাহর চর্চা ও অনুসরণের অভাব হলে সমাজের সকল অঙ্গনে দুর্নীতি ও অনাচার দেখা দিবে। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিতে সমাজ যতই উন্নতি লাভ করুক ঈমান ও আল্লাহভীতি না থাকলে তা মানুষের ক্ষতি ও অকল্যাণে ব্যবহৃত হবে। মানুষের সকল

আবিষ্কারকে অর্থপূর্ণ ও কল্যাণমুখী করার জন্যই অপরিহার্য প্রয়োজন ইলমে ওহীর চর্চা।

তদ্রূপ ইসলামের প্রকৃত শিক্ষাকে সম্পূর্ণ অবিকলভাবে সংরক্ষণ করার জন্য কুরআন-সুন্নাহর বিশেষজ্ঞ তৈরি করা অপরিহার্য। ইসলামের অপরূপ সৌন্দর্য সর্ব-সাধারণের কাছে তুলে ধরার জন্য দ্বীনি শিক্ষা অর্জনের চেয়ে অন্য কোন বিকল্প নেই।

আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে দ্বীনি ইলমের গুরুত্ব বুঝার এবং ইখলাস ও আদবের সাথে দ্বীনি ইলম অর্জনের তাওফীক দিন আমীন। ।

Assignment prepared by

Name : Tanin Sultana

Institution: Islamic Online Madrasha

ID: 20202187

Adreess: Khulla Chowdhury Bari, North Madarsha, Hathazari , Chattogram

✆ 01851150631

Email: Taninsultana14@gmail.com